ত্রিপুরার রাজকীয় পতাকা

Tribal Research and Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

ত্রিপুরাধীশ্বর বিষম-সমর-বিজয়ী মহামহোদয়—
পঞ্চ শ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের
শুভ-জন্মতিথি বাসরে জাতীয় পতাকা প্রচলন ও উত্তোলন
উপলক্ষিত দরবারে পঠিত।

ত্রিপুরার রাজকীয় পতাকা

Published by
Tribal Research and Cultural Institute
Govt. of Tripura, Agartala

● Published by :
Tribal Research and Cultural Institute

© All Rights Reserved by the Publisher

● Cover Design : Sibendu Sarkar

● First Edition : December, 2004

● Processing & Printing
Parul Prakashani
8/3, Chintamoni Das Lane
Kolkata–700009

● Price : Thirty Only.

ভূমিকা

প্রত্যেক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের বিশেষ রঙ, আয়তন ও রাজকীয় প্রতীকযুক্ত রাষ্ট্রীয় ধ্বজ বা পতাকা নির্দিষ্ট থাকে। এ প্রথা ভারতবর্ষে ও পৃথিবীর বহুরাষ্ট্রে আবহমানকাল থেকে ছিল বিদ্যমান। ত্রিপুরাও সুপ্রাচীন কাল থেকে ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ অবধি এক সার্বভৌম রাজ্য বা রাষ্ট্ররূপে স্বীকৃতি ছিল। অন্যান্য প্রাচীন রাষ্ট্রের মতো এরও ছিল এক বা একাধিক রাষ্ট্রীয় ধ্বজ এবং রাষ্ট্রীয় প্রতীক। ত্রিপুরার রাজকীয় ইতিবৃত্ত 'রাজমালা'-এর সূত্র থেকে জানা যায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কার্যোপলক্ষ্যে এ রাজ্যে নয় প্রকার রাষ্ট্রীয় ধ্বজ বা প্রতীক ব্যবহারের বিধি প্রচলিত ছিল। যেমন—চন্দ্রধ্বজ, ত্রিশূল ধ্বজ, মীন-মানব, শ্বেতছত্র, আরজী, তাম্বুল পত্র, হস্তচিহ্ন, শ্বেত পতাকা ও কপি ধ্বজ। চন্দ্রবংশোদ্ভূত রাজবংশধারার ত্রিপুরার সর্বশেষ স্বাধীন ও সার্বভৌম নরপতি পঞ্চশ্রী-মহারাজ বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য তাঁর নিজস্ব রাজদরবারে, রাজ্যের অফিস-আদালতে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারের প্রয়োজনে নির্দিষ্ট রাজকীয় প্রতীক-লাঞ্ছিত এক রাষ্ট্রীয় ধ্বজ বা পতাকা প্রবর্তন করেন ১৩৫১ ত্রিপুরাব্দে। এই রাজ-পতাকা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তার যথাযথ সম্মান রক্ষার জন্য জনসাধারণের প্রতি তৎকালীন সময়ে রাজ-সরকারের অফিস থেকে রাজকীয় বিজ্ঞপ্তি ও পুস্তিকা প্রচার করা হয়েছিল। আজ পৌনে একশো বছর পরে উক্ত প্রচারপত্র ও পুস্তিকা সমূহ প্রায় দুর্লভই বলা চলে। ত্রিপুরার স্বনামধন্য গবেষক ও প্রাবন্ধিক রমাপ্রসাদ দত্ত মহাশয়ের গান্ধীঘাটস্থিত 'রমাপ্রসাদ লাইব্রেরী'-তে

সংরক্ষিত ছিল। বর্তমান **'ত্রিপুরার রাজকীয় পতাকা'** পুস্তিকাটি সেই পুরনো পুথির একটি। দপ্তরের লাইব্রেরীয়ান শ্রী অমরেন্দ্র দেববর্মা পুস্তিকা সম্পাদনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য জীতেন্দ্র চৌধুরী উৎসাহ যুগিয়েছেন। ত্রিপুরার রাজন্য আমলের ঐতিহ্য নির্ভর বর্তমান পুস্তিকাটি আশা করি অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের আগ্রহ আংশিকভাবে পুরণো সমর্থ হবে এবং ত্রিপুরার ইতিহাস গবেষকদের উপকারে আসবে।

তারিখ

অক্টোবর, ২০০৪

ভবদীয়

(স্বাঃ জিৎদাস ত্রিপুরা)

অধিকর্তা, টি আর আই, আগরতলা

সূচিপত্র

ত্রিপুরার জাতীয় পতাকা

বিষয়			পৃষ্ঠা
১।	ত্রিপুরার রাজকীয় পতাকা	....	১
২।	চন্দ্রবান বা চন্দ্রধ্বজ	....	৪
৩।	সূর্য্যবাণ বা ত্রিশূলধ্বজ	....	৪
৪।	মীন-মানব (মাই মূরত)	....	৮
৫।	শ্বেত-ছত্র	....	১০
৬।	আরঙ্গী	....	১২
৭।	তাম্বুল-পত্র (পান)	....	১২
৮।	হস্ত-চিহ্ন (পাঞ্জা)	....	১৩
৯।	গাওল (শ্বেত পতাকা)	....	১৩
১০।	হনুমান-ধ্বজ	....	১৪
১১।	সৈনিক বিভাগের পতাকা	....	১৫

ত্রিপুরার জাতীয় পতাকা ও রাজকীয় পতাকা

১।	ত্রিপুরার জাতীয় পতাকার আদর্শ	....	১
২।	মেমো নং ৪৮	....	২
৩।	শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষিত দরবার	....	৩
৪।	রাজকীয় পতাকা সম্বন্ধে স্টেট্ পাব্লিশার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতা	....	৫
৫।	চন্দ্রবান বা চন্দ্রধ্বজ	....	৮

	বিষয়		পৃষ্ঠা
৬।	সূর্য্যবাণ বা ত্রিশূলধ্বজ	....	৮
৭।	মীন-মানব (মাই মূরত)	....	১২
৮।	শ্বেত-ছত্র	....	১৩
৯।	আরঙ্গী	....	১৫
১০।	তাম্বুল-পত্র (পান)	....	১৬
১১।	হস্ত-চিহ্ন (পাঞ্জা)	....	১৬
১২।	গাওল (শ্বেত পতাকা)	....	১৭
১৩।	হনুমান-ধ্বজ	....	১৮
১৪।	সৈনিক বিভাগের পতাকা	....	১৮
১৫।	অভিভাষণ	....	২১
	দরবার সম্বন্ধীয় আদেশ		
১।	মেমো নং ৮২	....	১
২।	সাধারণ দরবার পোষাক	....	১
৩।	বিশেষ দরবার পোষাক	....	২
৪।	মেমো নং ৮৪	....	২
৫।	নববর্ষ দরবার	....	৩
৬।	শুভ-জন্মতিথি দরবার	....	৬
৭।	বিজয়া দশমী দরবার	....	১০
৮।	গার্ডেন পার্টি	....	১৩
৯।	মেমো নং ৮৫	....	১৪
১০।	নববর্ষ উপলক্ষে ত্রিপুর সৈন্য পরিচালন	....	১৪
১১।	এ পক্ষের শুভ-জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুর সৈন্য পরিচালন প্রোগ্রেম	....	১৬

ত্রিপুরার রাজকীয় পতাকা

পতাকা সম্বন্ধীয় কথা উত্থাপিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাহার পর্য্যায়ের বিষয় স্মৃতিপটে উদিত হইয়া থাকে। 'পতাকা' শব্দের পর্য্যায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, —অমরকোষের মতে, বৈজয়ন্তী, কেতনম্, ধ্বজম্; শব্দরত্নাবলীর মতে—পটাকা, জয়ন্তী, বৈজয়ন্তীকা, কদলী, কন্দুলী, কেতু, কদলিকা, ব্যোম মণ্ডলম্, গর্ব্বঃ ও দর্পঃ ; জটাধারের মতে চিহ্নম্ ইত্যাদি নানা শব্দ পতাকার পর্য্যায় স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। দেশজ ভাষায় পতাকাকে নিশান এবং বাণ বা বাণা বলা হয়।

আমরা সাধারণতঃ বুঝি, দীর্ঘ দণ্ডোপরি বস্ত্রখণ্ড যোজিত করিলে, অথবা বহুসংখ্যক চিত্রিত বস্ত্রখণ্ড সুদীর্ঘ রজ্জু সহযোগে মাল্যের ন্যায় গ্রথিত করিয়া, ঝুলাইয়া দিলে, তাহাকেই পতাকা বা ধ্বজ বলা হয় ; প্রকৃতপক্ষে কেবল তাহাই নহে, বস্ত্রখণ্ড সমন্বিত এবং বস্ত্রখণ্ড বিবর্জ্জিত, দ্বিবিধ পতাকাই ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। এতৎসম্বন্ধে যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"সেনা চিহ্নং ক্ষিতীশানাং দণ্ডোধ্বজ ইতিস্মৃতঃ।
সপতাকো নিষ্পতাকঃ সজ্ঞেয়ো দ্বিবিধ বুধৈঃ।।'

ইহার মর্ম্ম এই যে, রাজাদিগের সেনা চিহ্নস্বরূপ যে দণ্ড, তাহার নাম ধ্বজ। ইহা দ্বিবিধ—সপতাক (বস্ত্রখণ্ড সমন্বিত) ও নিষ্পতাক (বস্ত্রখণ্ড বিবর্জ্জিত)। জটাধরের মতে যাহা কোনও নির্দিষ্ট চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তাহাই ধ্বজ বা পতাকা পদ বাচ্য।

প্রধানতঃ জয়া, বিজয়া, ভীমা, চপলা, বৈজয়ন্তিকা, দীর্ঘা, বিশালা ও লোলা এই অষ্টবিধ পতাকা প্রশস্ত। তন্মেধ্যে কোন জাতীয় পতাকার আয়তন কিরূপ হইবে, ধ্বজদণ্ডের দৈর্ঘ্য কি পরিমাণ হইবে, কি কি বস্তুদ্বারা ধ্বজদণ্ড নির্ম্মিত হওয়া বিধেয় এবং কোন্ কোন্ বর্ণের বস্ত্রখণ্ড পতাকার ব্যবহার্য্য, যুক্তিকল্পতরুতে তদ্বিষয়ক বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার আলোচনা করা সম্ভবপর নহে।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ব্যতীত জয়ন্তী, অষ্টমঙ্গলা ও সর্ব্ববুদ্ধিদা নামধেয় আরও ত্রিবিধ পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—

"গজাদিযুক্তা সা প্রোক্তা জয়ন্তী সর্ব্বমঙ্গলা।
গজঃ সিংহো হয়ো দ্বীপী চতুর্ণাং পৃথিবী ভূজাম।।
হংসাদিযুক্তা বিজ্ঞেয়া রাজ্ঞাং সৈবাষ্ট মঙ্গলা।
হংসঃ কেকী শুকশ্চাসো ব্রহ্মাদীনাং যথাক্রমম্।
চামরাদি সমাযুক্তা সা জ্ঞেয়া সর্ব্ববুদ্ধি।
চমরশ্চাস পক্ষাণি চিত্রবস্ত্রং তথা সিতম্।।"

যে পতাকায় গজাদি অঙ্কিত থাকে, তাহার নাম জয়ন্তী, ইহা সর্ব্বমঙ্গল-দায়িণী। 'গজাদি' শব্দে গজ, সিংহ, হয় ও দ্বীপী বুঝাইয়া থাকে। রাজাদিগের হংসাদি চিহ্নযুক্ত যে পতাকা তাহাকে অষ্টমঙ্গলা বলে। 'হংসাদি' শব্দে হংস, কেকী, ও শুককে বুঝায়। চামরাদি চিহ্নযুক্ত যে পতাকা, তাহাকে সর্ব্ববুদ্ধিদা কহে।

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বতোভদ্রা, শ্রেয়স্করী প্রভৃতি নামের পতাকা আছে। কৌলিল প্রথানুসারে অনেক বংশে নানাবিধ পতাকা ধারণ

করিবার দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এ স্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করিতে যাওয়া অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন।

ত্রিপুরার রাজকীয় ধ্বজ বা পতাকার বিষয় আলোচনা করাই এ স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য। সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে পরিলক্ষিত হইবে, ত্রিপুর রাজ্যে সপতাক ও নিষ্পতাক উভয়বিধ ধ্বজই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই রাজ্যের রাজকীয় পতাকা সমূহের মধ্যে অধিকাংশই কৌলিক প্রথার উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পতাকাগুলি বিবরণ ও নাম উল্লেখযোগ্য।

১। চন্দ্রবাণ বা চন্দ্রধ্বজ।

২। সূর্য্যবাণ বা ত্রিশূলধ্বজ।

৩। মীন মানব (মাই মুরত)।

৪। শ্বেত-ছত্র।

৫। আরঙ্গী

৬। তাম্বুলপত্র (পান)।

৭। হস্ত চিহ্ন (পাঞ্জা)।

৮। গাওল (শ্বেত পতাকা)।

৯। হনুমানবধ্বজ (কপিধ্বজ)।

এই সকল পতাকার মধ্যে কোন্‌টী কী উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার স্থূল বিবরণ এ স্থলে প্রদান করা যাইতেছে।

১। চন্দ্রবাণ বা চন্দ্রধ্বজ

ইহা রৌপ্য নির্ম্মিত অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি পতাকা, দীর্ঘ রৌপ্য দণ্ডের উপর অবস্থিত। ত্রিপুর রাজবংশ চন্দ্র হইতে সমুদ্ভুত, চন্দ্রবংশের নিদর্শন স্বরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে ভূপতিগণ এই পতাকা ধারণ করিয়া আসিতেছেন। যে সম্প্রদায়ের লোক এই পতাকা ধারণ করে, তাহাদের উপাধি 'ছত্রতুইয়া'। ইহা দরবারে এবং অভিযানকালে রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে ধারণ করা হয়।

২। সূর্য্যবাণ বা ত্রিশূলধ্বজ

ইহা সুবর্ণ নির্ম্মিত ত্রিশূলাকার পতাকা। এই ধ্বজের দণ্ড রৌপ্য নির্ম্মিত। এই পতাকার মূলে একটা ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। ভারত সম্রাট যযাতির তৃতীয় নন্দন দ্রুহ্যু হইতে গণনায় অধস্তন ৩৯শ স্থানীয় মহারাজ ত্রিপুর, প্রজাপীড়ক ও বিধি দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক উপদ্রুত প্রকৃতিপুঞ্জের আর্ত্তনাদে ব্যথিত হৃদয় শূলপাণি কোপাবিষ্ট হইয়া ত্রিপুরের বিনাশ সাধন করেন।*। রাজামহিষী হীরাবতী সন্তান সম্ভাবিতা ছিলেন, তিনি পুত্র কামনায় ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনায় নিযুক্ত-হইলেন। তাঁহার উগ্রতপস্যার ফলে, এবং প্রজাবর্গের ভক্তিপূর্ণ আর্চ্চনায় পরিতুষ্ট হইয়া আশুতোষ প্রত্যাদেশ করিলেন,

"তোমা সবে দিব আমি এক মহারাজা।
আমার তনয় হৈয়া পালিবেক প্রজা।

আমার সমান হবে আকৃতি প্রকৃতি।
চন্দ্রবংশ খ্যাতি হবে শাসিবেক ক্ষিতি।।

* * * *

তিন চক্ষু হইবেক পুরুষ প্রধান।
আমার তনয় আমা হেন কর জ্ঞান।
সুবড়াই রাজা বলি স্বদেশে বলিব।
বেদমার্গী সাধুদের ত্রিলোচন কহিব।"
রাজমালা—ত্রিপুর খন্ড।

মহাদেব আরও বলিলেন,—
"দুই ধ্বজ করিবা যে তার আগে চিহ্ন।
চন্দ্রবংশ চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ ভিন্ন।।"
রাজমালা—ত্রিপুর খণ্ড।

ইহা গেল বাঙ্গালা রাজমালার কথা। সংস্কৃত রাজমালার উক্ত ধ্বজদ্বয় সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ত্রিলোচনেতি ধর্ম্মজ্ঞঃ শিব ভক্তি পরায়ণ।
শিবাংশজাতো নৃপতিশ্চন্দ্র ধ্বজোহভবৎ।।"

শিবের কৃপাসঞ্জাত ত্রিলোচনকে প্রকৃতিপুঞ্জ শিবাংশজাত বা শিবের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিল। তিনি চন্দ্রবংশ সম্ভূত বলিয়া চন্দ্রধ্বজ ও শিবাশংজাত বলিয়া ত্রিশূলধ্বজ ধারণ করিলেন। এ

---

* মতান্তরে, মহারাজ ত্রিপুরের অনাচারে উত্যক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে বধ করিয়া, মহাদেব কর্ত্তৃক রাজা নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছিল।

বিষয় বঙ্গভাষায় রচিত রাজমালাগ্রন্থেও উক্ত হইয়াছে; তাহাতে পাওয়া যায়,—

"শিব আজ্ঞা অনুসারে দ্বিধ্বজ করিল।।
চন্দ্রের বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান।
শিববরে ত্রিলোচন ত্রিশূলধ্বজ তান।।
সেই হেতু ত্রিপুর রাজার হয় দুই ধ্বজ।"

রাজমালা—ত্রিলোচন খণ্ড।

এই দুইটী পতাকা ত্রিপুর রাজবংশের প্রধান রাজ-লাঞ্ছন বলিয়া পরিগণিত। মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহ যাত্রাকালে এতদুভয় পতাকা সর্ব্বাগ্রে থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায় ;—

"চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ অগ্রেতে নিশানা।
সঙ্গে যত লোক চলে নাহিক গণনা।"

রাজমালা—ত্রিলোচন খণ্ড।

মহারাজ ত্রিলোচনের সময়াবধি রাজ্যাভিষেক কালে, দরবার গৃহে, অভিযানকালে এবং সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ পূর্ব্বোক্ত ধ্বজদ্বয় ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রধ্বজের ন্যায় ত্রিশূলধ্বজও 'ছত্রতুইয়া' সম্প্রদায়ের রাজভৃত্য কর্ত্তৃক রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে।

ত্রিপুর বাহিনী উক্ত ধ্বজদ্বয় ধারণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অনেক রাজ্য জয় করিবার নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায়। মহারাজ যুঝার ফার রাঙ্গামাটী প্রদেশের অধিপতি লিকা জাতীয় রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকালে দেখা গিয়াছে,——

"আদৌ বিনির্গতস্তস্য চন্দ্রাঙ্কিত মহাধ্বজঃ।
তৎপশ্চান্নির্গতস্তস্য ত্রিশূলাকারক ধ্বজঃ।"

সংস্কৃত রাজমালা।

মহারাজ ত্রিলোচন ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠিরের সমসাময়িক রাজা। মহারাজ ত্রিপুর দ্বাপরের শেষভাগে নিহত হইবার পর, কলিযুগের প্রারম্ভে ত্রিলোচন সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মহাদেব, ত্রিলোচনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"কলিযুগ আরম্ভে হইবে শ্রেষ্ঠ রাজা।
তার সেবা করিবেক যত সব প্রজা।।"

রাজমালা—ত্রিপুর খণ্ড।

এই বাক্যদ্বারাও মহারাজ ত্রিলোচন কলিযুগের প্রবর্ত্তনকালের রাজা বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালে প্রবর্ত্তিত চন্দ্রধ্বজ ও ত্রিশূল-ধ্বজের প্রাচীনত্ব পঞ্চ সহস্র বৎসরের অধিক নির্ণীত হইতেছে।

প্রাচীনকালে ধ্বজকে 'বাণা' বলা হইত। এই 'বাণা' শব্দ হইতে 'চন্দ্রবাণ, ও 'ত্রিশূলবাণ' ইত্যাদি বলা হয়। ত্রিপুর ইতিহাসে 'বাণা' শব্দের ব্যবহার দুষ্প্রাপ্য নহে, তাহার দুইটী দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে, ——

"দেখ বহু সৈন্য সঙ্গে শ্বেত রক্ত বাণ।
যুদ্ধ সজ্জে গতি যেন আগেতে নিশান।।"

কৃষ্ণমালা।

"চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ চলিছে আগে বাণা।
শ্বেতছত্র আরঙ্গি গাওল যেবা সোণা।।"

প্রাচীন রাজমালা।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে, অধিক সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজন।

৩। মীন-মানব (মাই মূরত)

ইহা ত্রিপুরার অন্যতম রাজকীয় পতাকা। ইহাকে সাধারণতঃ 'মাই মূরত' বলা হয়। মাই—মৎস্য, এবং মূরত—মূর্ত্তি বা মানব। এই পতাকার ঊর্দ্ধভাগ (কটিদেশ পর্য্যন্ত) নারী মূর্ত্তি, এবং কটির নিম্নভাগ মীনাকৃতি। মানবাংশ সুবর্ণও মীনাংশ রজত নির্ম্মিত ; ইহাও রৌপ্য দণ্ডের উপর স্থাপিত।

মোগল শাসন কালে তাঁহাদের মধ্যেও এই পতাকা ব্যবহৃত হইত ; 'সয়ের-উল্-মতাক্‌খরিন' এ ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমানগণ এতজ্জাতীয় পতাকাকে 'মাহী মারিতিব্' বলিতেন। অন্য কোন কোন জাতির মধ্যেও এই পতাকা ব্যবহারের নিদর্শন বিরল নহে। তাঁহাদের মধ্যে ইহা বিশেষ সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

ত্রিপুর রাজ্যে এই চিহ্ন জলদেবীর (গঙ্গার) প্রতিমূর্ত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত একটা পতাকা সমন্বিত। প্রকৃতি পুঞ্জের নিকট রাজধর্ম্মের পবিত্রতা ঘোষণা করাই এই পবিত্রতাময়ী গঙ্গামূর্ত্তি পতাকাস্বরূপ ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পতাকা 'ছত্রতুইয়া' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাজ্যেশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃত হয়।

রাজমালায় এই পতাকার নামোল্লেখ না হইয়া থাকিলেও ইহা যে ত্রিপুরেশ্বরগণ সুপ্রাচীনকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এই পতাকা সম্বন্ধে সার রোপার লেথ্‌ব্রীজ সাহেব (Sir Roper Lethbridge) স্বরচিত "The Golden Book of India" গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, রাজপুতনার রাজন্যবর্গের মধ্যে ইহার ব্যবহার ছিল। ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের ইহা পুরুষানুক্রমিক পতাকা বলিয়াও তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

রাজপুতগণের ব্যবহৃত পতাকার বর্ণন স্থলে লেথ্‌ব্রীজ সাহেব শিশুমারের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপুরার পতাকায় যে মৎস্য চিহ্ন সংযোজিত হইয়াছে, তাহা শিশু মৎস্য বাচক নহে—মকর বাচক। মকর গঙ্গার বাহন। মকর, মীন বা মৎস্য সংজ্ঞক, একথার প্রমাণ অনেক আছে। প্রদ্যুম্নের মকর-ধ্বজকে 'মীন-কেতন' বলা হয়। এই ধ্বজ ধারণের নিমিত্ত কামদেবের এক নাম 'মীন কেতন' হইয়াছে। গঙ্গার সহিত মীনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, নারী মূর্ত্তির (গঙ্গা মূর্ত্তির) নিম্নভাগে মীনাকৃতি সংযোজিত হইয়াছে।

এই মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত পবিত্রতার ধ্বজ সমন্বিত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাম হস্তে একটা পদ্ম শোভা পাইতেছে। গঙ্গাদেবীর ধ্যানে তাঁহাকে 'কমল-করধৃতা' বলিয়া বর্ণণা করা হইয়াছে। এতদ্বারাও এই চিহ্ন গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইবার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। শ্বেত-ছত্র

ইহা ত্রিপুরেশ্বরগণের কুল ক্রমাগত ব্যবহৃত একটি চিহ্ন বা পতাকা। এই বস্তুটা আতপত্র হইলেও প্রকৃত পক্ষে আতপ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়না, রাজ চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। শ্বেতছত্র, চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ও প্রধান ব্যক্তিবৃন্দের একটা বিশেষ চিহ্ন। উত্তর গো-গৃহ সমরে সমবেত কৌরব বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন, উত্তরকে বলিয়াছিলেন।

"যস্যৈতৎ পাণ্ডুরং ছত্রং বিমলং মুদ্ধি তিষ্ঠতি।

* * * *

এষ শান্তনবো ভীষ্মঃ সর্ব্বেষাং নঃ পিতামহঃ।
রাজাশ্রিয়াভিবৃদ্ধশ্চ সুযোগবনবশানুগঃ।।

মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব, ৫৫ অঃ, ৫৫—৫৯ শ্লোক।

মর্ম্ম—যাহার মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ (শ্বেত বর্ণ) সুবিমল ছত্র শোভা পাইতেছে, তিনি আমাদের পিতামহ শান্তনু নন্দন ভীষ্ম।

ভীষ্মের ন্যায় প্রবীণ ক্ষত্রিয় বীর, যুদ্ধক্ষেত্রে রৌদ্র নিবারণের নিমিত্ত শ্বেতছত্র ধারণ করেন নাই, ইহা অতি সহজ বোধ্য। সম্মানের চিহ্ন স্বরূপই ইহা ধৃত হইয়াছিল। মহাভারতের অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে, দুর্যোধনের বিপুল বাহিনী নগর গমনকালে—

"শ্বেতচ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চামরৈশ্চ সুপাণ্ডবৈঃ।
রথৈর্ণাগৈঃ পদাতৈশ্চ সুশুভেহতীব সঙ্কুলা।।"

মহাভারত, বনপর্ব্ব—২৫১ অঃ, ৪৭ শ্লোক।

মর্ম্ম—শ্বেতছত্র, শ্বেত পতাকা, ও শ্বেত চামরে শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের ন্যায়, সৈন্য-মণ্ডলী সুশোভিত হইয়া উঠিল।

কবি শ্রীহর্স বলিয়াছেন, —

"নলঃ সিতচ্ছত্রিত কীর্ত্তি-মণ্ডলঃ
স রাশি বাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ।

নৈষধিয় চরিতম্—১ম সঃ, ১ম শ্লোকার্দ্ধ।

মহারাজ নলের মস্তকে ধৃত শুভ্র আতপত্রকে তাঁহার সুবিমল কীর্ত্তি-মণ্ডল রূপে কবি বর্ণনা করিয়াছেন।

উদ্ধৃত শ্লোকসমূহ আলোচনায় জানা যাইতেছে, চন্দ্রবংশীয় ভূপতি ও প্রধান ব্যাক্তিগণ স্মরণাতীত কাল হইতে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ত্রিপুর নৃপতিবৃন্দও চন্দ্রবংশের নিদর্শন স্বরূপ কৌলিক প্রথানুসারে এই ছত্র ধারণ করিয়া থাকেন। দ্রুহ্যর অধস্তন ২৫শ স্থানীয় মহারাজ প্রতর্দ্দন কিরাতদেশ জয়কালে প্রাচীন রাজধানী (সুন্দরবন স্থিত ত্রিবেগ) হইতে শ্বেত ছত্র সঙ্গে নিয়াছিলেন ; ত্রিপুর ইতিহাসে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, যথা—

"তত্রানিনায় পুরতো বিধুবংশ মৌলিঃ।
ছত্রং সিতং শশিনিভং পৃথু চামরঞ্চ।"

রাজরত্নাকর—১২শ সঃ, ৭০ শ্লোক।

'ছত্রতুইয়া' সম্প্রদায় সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে এই চিহ্ন ধারণ করে। এতদ্ভিন্ন চন্দ্রবংশীয় ভূপতিবৃন্দের ব্যবহার্য্য শ্বেত পতাকা ও শ্বেত চামর ত্রিপুরেশ্বরগণ আবহমানকাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। উদ্ধৃত শ্লোক আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ

প্রতর্দ্দন প্রাচীন রাজধানী হইতে শ্বেতছত্রের সহিত শ্বেত চামরও সঙ্গে নিয়াছিলেন। শ্বেত পতাকার বিষয় পরে বলা হইবে।

৫। আরঙ্গী

ইহা শ্বেতবস্ত্র নির্ম্মিত ব্যজনী বিশেষ। প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে ইহাকে আতপত্র রূপে ব্যবহার করিবারও নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা প্রাচীনকাল হইতে ত্রিপুরায় রাজচিহ্ন বা রাজকীয় পতাকারূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—ব্যজনী বা আতপত্র স্বরূপ ব্যবহার করা হয় না। মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহ যাত্রাকালে শ্বেতছত্রের সহিত এই পতাকাও সঙ্গে নেওয়া হইয়াছিল ; রাজমালায় উক্ত অভিযানের বর্ণন উপলক্ষে বলা হইয়াছে,—

"নবদণ্ড শ্বেতছত্র আরঙ্গী গাওল।
পাত্র মিত্র সঙ্গে গেল আনন্দ বহুল।।"

রাজমালা—ত্রিলোচন খণ্ড।

রাজ্যাভিষেক, দরবার ও অভিযানকালে 'ছত্র তুইয়া' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই পতাকা ত্রিপুর-নৃপালের দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে। ইহা বৃহৎ রৌপ্যদণ্ডের উপর সংস্থাপিত।

৬। তাম্বুল-পত্র (পান)

এই চিহ্ন রৌপ্য নির্ম্মিত এবং দীর্ঘ রৌপ্য দণ্ডে অবস্থিত। 'বাছাল' সম্প্রদায়ের লোক এই পতাকা ধারণের অধিকার পাইয়াছে ; ইহা নৃপতির বাম পার্শ্বে ধারণ করা হয়।

হিন্দুগণ শান্তি ও মঙ্গলের চিহ্ন স্বরূপ তাম্বুল ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজা, প্রকৃতি পুঞ্জের শান্তি ও মঙ্গল দাতা। ত্রিপুর ভূপতি, এই অবশ্য পালনীয় রাজধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ সতত তৎপর, উক্ত পতাকা ধারণ করিয়া তাহাই সকলকে জানাইতেছেন।

৭। হস্ত-চিহ্ন (পাঞ্জা)

এই পতাকাও রৌপ্য নির্ম্মিত এবং রৌপ্য দণ্ডের উপর অবস্থিত। বাছাল সম্প্রদায়ের লোক কর্ত্তৃক ইহা নৃপতির বামপার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে।

জগন্মাতা আদ্যাশক্তির 'অভয়মুদ্রা' হইতে এই পতাকা গৃহীত হইয়াছে। রাজশক্তি প্রকৃতিপুঞ্জের এক মাত্র আশ্রয় স্থল, রাজা সর্ব্বদা তাহাদিগকে অভয় দানে তৎপর, এই পতাকা ধারণ করিয়া সাধারণকে তাহাই জ্ঞাপন করা হইতেছে।

মুসলমান শাসনকালে, এবং তৎপূর্ব্বে হিন্দুরাজত্ব সময়েও এই পতাকার ব্যবহার ছিল। তাঁহারা ইহা আপন আপন কৌলিক প্রথানুসারে নানা অর্থে ব্যবহার করিতেন।

৮। গাওল (শ্বেত পতাকা)

ইহা শ্বেত বস্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত বৃহদাকারের দুইটি পতাকা। রাজার দরবারে উপবেশন কালে এই পতাকাদ্বয় রাজ-প্রাসাদের রাজ-প্রাসাদের দ্বারের দুই পার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে। নৃপতির অভিযান কালে ইহা সর্ব্বাগ্রে চালিত হয়, এবং দেবার্চ্চনা কালে দেবালয়ের দ্বারদেশে এই পতাকাদ্বয় ধারণ করা হয়।

শ্বেত ছত্রের ন্যায় শ্বেত পতাকাও চন্দ্রবংশীয় ভুপতিবৃন্দের অবশ্য ব্যবহার্য্য। পূর্ব্বে যে মহাভারতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনায় জানা যাইবে, শ্বেতছত্র, শ্বেত পাতাকা ও শ্বেত চামর চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গের বাহিনী মধ্যে ব্যবহৃত হইত। চন্দ্রবংশের প্রথানুসারে ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রাচীন কাল হইতে ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ত্রিলোচনের বিবাহোপলক্ষে অভিযান কালে গাওল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়,—

"নবদণ্ড শ্বেতছত্র আরঙ্গী গাওল।
পাত্র মিত্র সঙ্গে গেল আনন্দ বহুল।।"

প্রাচীন রাজমালায় লিখিত আছে,—

"চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ চলিছে আগে বাণা।
শ্বেতছত্র আরঙ্গী গাওল যে বা সোণা।।"

এই বাক্য আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে, গাওল সুবর্ণমণ্ডিত শ্বেত পতাকা। বর্ত্তমান কালে যে গাওল ব্যবহৃত হইতেছে তাহার পার্শ্বগুলি সোণার বাদলায় মোড়ান থাকে, এতদ্বারা উদ্ধৃত বাক্য সমর্থিত হইতেছে।

৯। হনুমান-ধ্বজ

ইহা হনুমান লাঞ্ছিত রক্তবর্ণ পতাকা। এই পতাকাও চন্দ্র বংশের ব্যবহার্য্য। মহাভারতে পাওয়া যায়, অর্জ্জুনের রথ কপিধ্বজ বিশিষ্ট ছিল।

ত্রিপুর রাজ্যে কপিধ্বজের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত

হইয়া থাকে। এই পতাকা স্থায়ীভাবে আরোপিত রহিয়াছে, প্রতিদিন এই পতাকামূলে মহাবীরের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পর্ব্বোপলক্ষে এই পতাকা ও ধ্বজ-দণ্ড পরিবর্ত্তিত হয়, তৎকালে ধ্বজের অর্চ্চনাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

রাজ-প্রাসাদের শীর্ষভাগে হনুমান ধ্বজ উড্ডয়ন করা হয়। ত্রিপুর বাহিনীর মধ্যেও এই পতাকা ব্যবহারের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সৈনিক বিভাগের পতাকা

পূর্ব্বে যে সকল পতাকার কথা বলা হইয়াছে, তৎসমুদয় ত্রিপুরার রাজকীয় পতাকা। এতদ্ব্যতীত সৈনিক বিভাগে স্বতন্ত্র প্রকারের পতাকা ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রাচীন কাল হইতে চতুরঙ্গ সেনাদলে চতুর্ব্বিত পতাকা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। রাজমালায় লিখিত আছে,—

"পতাকা অনেক শোভে প্রতি ফৌজে ফৌজে।
শুভ্রবর্ণ ঢালিতে রক্ত তীরন্দাজে।।
কৃষ্ণবর্ণ হৈছে সব অগ্নি অস্ত্র বাণা।
হস্তীবর'পরে যত লোহার বীর বাণা।।"

—প্রাচীন রাজমালা।

এই বাক্য আলোচনায় জানা যাইতেছে, খড়্গ চর্ম্মধারী সৈন্যদলের শুভ্র বর্ণ, তীরন্দাজ (ধনুর্ব্বাণ ধারী) দলের রক্ত বর্ণ এবং গোলন্দাজ (আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারী) দলের কৃষ্ণবর্ণ পতাকা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। লৌহ নির্ম্মিত বীরবাণা (হনুমান ধ্বজ) গজারোহী সৈন্যদলের ব্যবহার্য্য।

ত্রিপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব পলিটিক্যাল এজেন্ট বোল্টন সাহেব (C. W. Bolton) অনেক কাল পূর্ব্বে ত্রিপুরার Coat of Arms এর বিবরণ সংগ্রহ করেন, তিনিও উক্ত চিহ্ন সংযোজিত পতাকা চতুষ্টয় চতুরঙ্গ বাহিনীর ব্যবহার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ত্রিপুরার পতাকা সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে এতদিতিরিক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। এই বিবরণ লিপি উপলক্ষে, মান্যবর শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিজয়কুমার সেন বাহাদুর, এম্, এ, বি, এল্ ; এফ্, আর্, এস্, এ (লণ্ডন) পররাষ্ট্র সচিব পদে নিয়োজিত থাকা কালে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা, ভারতবর্ষ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মল্লিখিত 'ত্রিপুরার রাজচিহ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং রাজমালা গ্রন্থ অবলম্বন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহাভারত, যুক্তি কল্পতরু, সংস্কৃত রাজমালা, কৃষ্ণমালা ও রাজরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

তারিখ ২০শে ভাদ্র,
১৩৪১ ত্রিপুরাব্দ।

শ্রীকালীপ্রসন্ন সেন

ত্রিপুরাধীশ্বর নিষম-সমর বিজয়ী মহামহোদয়—

পঞ্চ শ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের

শুভ-জন্মতিথি বাসরে জাতীয় পতাকা প্রবর্ত্তন ও উত্তোলন

উপলক্ষিত দরবার।

রাজমালা আফিস

আগরতলা, ত্রিপুরারাজ্য।

ত্রিপুরার জাতীয় পতাকা

ও

রাজকীয় পতাকা

২০শে ভাদ্র—১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে

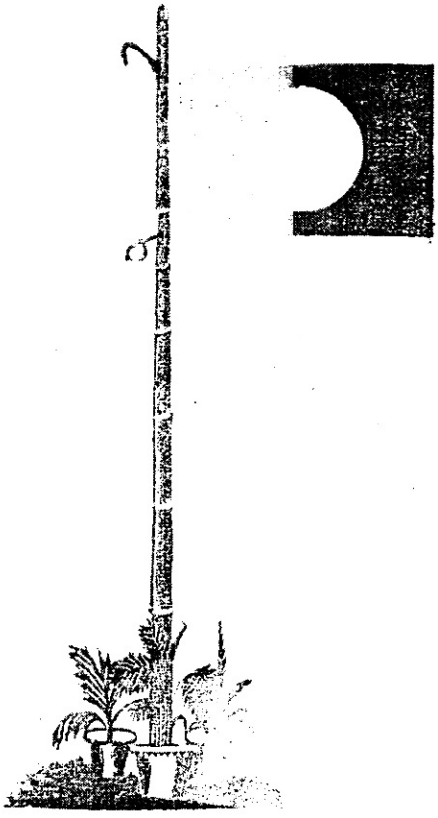

ত্রিপুরার জাতীয় পতাকার আদর্শ।

(স্বাঃ) শ্রীবীরবিক্রম মাণিক্য

১৩। ৫। ৪১ ত্রিং

মেমো নং ৪৮

আবহমানকাল হইতে এরাজ্যে যদিও শ্বেতবর্ণ পতাকা, কপিধ্বজ রাজ পতাকা স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে ও বিভিন্ন প্রকার সৈন্য বাহিনীর বিভিন্ন বর্ণের পতাকার প্রচলন যদিও ইতিহাসে পাওয়া যায়, কিন্তু সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার উপযোগী কোন পতাকা নির্দ্দিষ্ট না থাকাতে জাতীয় পতাকার স্বরূপ কোন পতাকার ব্যবহার বর্ত্তমানে প্রচলন নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানে রাজ্যের আফিস ও স্কুল সমূহে এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য একটা পতাকার প্রয়োজন উপলব্ধি হওয়াতে নিম্নলিখিত রূপ পতাকা নির্ণয় করা গেল।

পতাকা দীর্ঘে যে পরিমাণে হইবে, প্রস্থে তাহার দুই তৃত্বীয়াংশ হইবে। পতাকা তিন বর্ণের হইবে, যথা—(১) পীত বর্ণ (স্বর্ণ বর্ণ), (২) শ্বেত বর্ণ (রৌপ্য বর্ণ), (৩) রক্ত বর্ণ। পতাকার সমগ্র দৈর্ঘ্যের প্রথম অর্দ্ধাংশ (অর্থাৎ পতাকার যষ্টির দিকে) হরিদ্রা বা সুবর্ণ বর্ণের হইবে, অপর অর্দ্ধাংশ রক্ত বর্ণের হইবে এবং ঠিক মধ্যস্থলে দৈর্ঘ্যের অর্দ্ধাংশ ব্যাস (diameter) বিশিষ্ট শ্বেত বর্ণের একটি বৃত্ত থাকিবে।

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষিত দরবার।

১৩৪১ ত্রিং, ২০শে ভাদ্র, রবিবার।

দেওয়ান-শাসন শ্রীযুত বিজয়কুমার সেন এম্-এ, বি-এল্; এফ্-আর-এস্-এ (লণ্ডন) বাহাদুরের বক্তৃতা।

নরনাথ,

আজ ত্রিপুরেশ্বরের শুভ জন্মতিথি, ত্রিপুরবাসীর অতি আনন্দের দিন। আজ আমরা সমবেতভাবে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রীশ্রীযুতের গৌরবশ্রী মণ্ডিত নিরাময় সুদীর্ঘ জীবন ও সর্ব্বাঙ্গীন কুশল কামনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীযুতের কৃপায় এই শুভ-দিনের একটা বিশেষ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিয়া ত্রিপুরাবাসীকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রাখিবে।

ত্রিপুরারাজ্যের 'কপিধ্বজ' রাজপতাকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। আজ শ্রীশ্রীযুতের অসীম কৃপায় ত্রিপুরবাসীর পরস্পরের আন্তরিক বন্ধনের নিদর্শনস্বরূপ যে জাতীয় পতাকা প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা ত্রিপুরা রাজ্যের জাতীয় জীবন পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে আশা করি। সর্ব্বধর্ম্মাশ্রিত সর্ব্বশ্রেণীর অধিবাসীরই ইহার ব্যবহারে সমানাধিকার। ত্রিপুরা জননীর নিজ সন্তানগণের এই অধিকার যেরূপ জন্মগত, জননীর স্নেহ করুণাধারা পুষ্ট আশ্রিত পুত্রগণ ও ইহার ব্যবহারের অধিকার বিষয়ে তদ্রূপ জননীর নিজ সন্তান। রাজ-পতাকার ছায়ায়

এই জাতীয় পতাকা এ রাজ্যে কল্যাণপ্রদ নব-জীবন গঠন করুক, শ্রীভগবানের চরণে ইহাই প্রার্থনা।

ত্রিপুরা রাজ্যের প্রচলিত পতাকা সমূহের প্রাচীন ইতিহাস অতঃপর সবিস্তার বিবৃত হইবে। এ রাজ্যের রাজ-শ্রী লাঞ্ছন শ্বেতবর্ণ। রাজ-পতাকায় শ্বেত, নীল ও লোহিত বর্ণসহ সুবর্ণ বর্ণের চিহ্নাদি ব্যবহৃত হয়। শ্বেতবর্ণ সত্ত্বগুণাধার এবং আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নতি এবং শান্তি সূচক। রক্তবর্ণ রজঃগুণের পরিচায়ক এবং দৃঢ়তা, শক্তি ও বীর্য্যের নিদর্শন। স্বর্ণ বর্ণ ভগবৎ কৃপার পরিচিহ্ন। ভগবানানু গৃহীত, শৌর্য্য বীর্য্য মণ্ডিত, ধর্ম্মপরায়ণ চন্দ্রবংশীয় ত্রিপুরেশ্বরগণের রাজ-লাঞ্ছনে এই তিন বর্ণই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় পতাকায়ও চন্দ্রবংশের নিদর্শন ভগবান চন্দ্রমাদেবের বৃত্তকার চিহ্নের পার্শ্বে ভগবৎ কৃপাসূচক স্বর্ণবর্ণ, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও শান্তিসূচক শ্বেতবর্ণ এবং শৌর্য্য-বীর্যাসূচক রক্তবর্ণ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পতাকা আমাদিগকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করুক এবং ভগবানের চিরকৃপায় ছায়ায় রাজ-শ্রীর আশ্রয়ে শান্তি ও বলবীর্য্যের সমবায়ে ত্রিপুরা জননীর পুত্রগণ সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও কল্যাণের পথে চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকুক।

রাজকীয় পতাকা সম্বন্ধে স্টেট্ পাব্‌লিশার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বক্তৃতা।

ত্রিপুরার জাতীয় পতাকা প্রবর্ত্তন বিষয়ে মান্যবর শ্রীযুত দেওয়ান-শাসন বাহাদুর যে সুরাগর্ভ্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহার আনুসঙ্গিক ভাবে ত্রিপুরার রাজকীয় পতাকা সম্বন্ধীয় বিবরণ বিবৃত করিবার নিমিত্ত আমার ন্যায় অক্ষম ব্যক্তি আদিষ্ট হওয়ায়, তৎসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা যাইতেছে।

পতাকা সম্বন্ধীয় কথা উত্থাপিত হইলেই সর্ব্বাগ্রে তাহার পর্য্যায়ের বিষয় স্মৃতিপটে উদিত হইয়া থাকে। 'পতাকা' শব্দের পর্য্যায় আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়, অমরকোষের মতে,—বৈজয়ন্তী, কেতনম্, ধ্বজম্ ; শব্দরত্নাবলীর মতে—পটাকা, জয়ন্তী, বৈজয়ন্তিকা, কদলী, কন্দুলা, কেতু, কদলিকা, ব্যোম মণ্ডলম্, গর্ব্বঃ ও দর্পঃ ; জটাধরের মতে—চিহ্নম্ ইত্যাদি নানা শব্দ পতাকার পর্য্যায় স্বরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে। দেশজ ভাষায় পতাকাকে নিশান এবং বাণ বা বাণা বলা হয়।

আমরা সাধারণতঃ বুঝি, দীর্ঘ দণ্ডোপরি বস্ত্রখণ্ড যোজিত করিলে, অথবা বহুসংখ্যক চিত্রিত বস্ত্রখণ্ড সুদীর্ঘ রজ্জু সহযোগে মাল্যের ন্যায় গ্রথিত করিয়া, ঝুলাইয়া দিলে, তাহাকেই পতাকা বা ধ্বজ বলা হয় ; প্রকৃতপক্ষে কেবল তাহাই নহে, বস্ত্রখণ্ড সমন্বিত এবং বস্ত্রখণ্ড বিবর্জ্জিত, দ্বিবিধ পতাকাই ব্যবহারের ব্যবস্থা আছে। এতৎসম্বন্ধে যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"সেনা চিহ্নং ক্ষিতীশানাং দণ্ডাধ্বজ ইতিস্মৃতঃ।
সপতাকো নিষ্পতাকঃ সজ্ঞেয়ো দ্বিবিধ বুধৈঃ।।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, রাজাদিগের সেনা চিহ্নস্বরূপ যে দণ্ড, তাহার নাম ধ্বজ। ইহা দ্বিবিধ—সপতাক (বস্ত্রখণ্ড সমন্বিত) ও নিষ্পতাক (বস্ত্রখণ্ড বিবর্জ্জিত)। জটাধরের মতে যাহা কোনও নির্দিষ্ট চিহ্নস্বরূপ ব্যবহৃত হয়, তাহাই ধ্বজ বা পতাকা পদ বাচ্য।

প্রধানতঃ জয়া, বিজয়া, ভীমা, চপলা, বৈজয়ন্তিকা, বিশালা ও লোলা এই অষ্টবিধ পতাকা প্রশস্ত। তন্মধ্যে কোন্ জাতীয় পতাকার আয়তন কিরূপ হইবে ধ্বজদণ্ডের দৈর্ঘ্য কি পরিমাণ হইবে, কি কি বস্তুদ্বারা ধ্বজদণ্ড নির্ম্মিত হওয়া বিধেয় এবং কোন্ কোন্ বর্ণের বস্ত্রখণ্ড পতাকার ব্যবহার্য্য, যুক্তিকল্পতরুতে তদ্বিষয়ক বিবরণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এ স্থলে তাহার আলোচনা করা সম্ভবপর নহে।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ব্যতীত জয়ন্তী, অষ্টমঙ্গলা ও সর্ব্ববুদ্ধিদা নামধেয় আরও ত্রিবিধ পতাকার উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা—

"গজাদিযুক্তা সা প্রোক্তা জয়ন্তী সর্ব্বমঙ্গলা।
গজঃ সিংহো হয়ো দ্বীপী চতুর্ণাং পৃথিবী ভুজাম।
হংসদিযুক্তা বিজ্ঞেয়া রাজ্ঞাং সৈবাষ্ট মঙ্গলা।
হংসঃ কেকী শুকেশ্চাসো ব্রহ্ম্মাদীনাং যথাক্রমম্।
চামরাদি সমাযুক্তা সা জ্ঞেয়া সর্ব্ববুদ্ধিদা।
চামরশ্চাস পক্ষাণি চিত্রবস্ত্রং তথা সিতম্।।"

যে পতাকায় গজাদি অঙ্কিত থাকে, তাহার নাম জয়ন্তী, ইহা সর্ব্বমঙ্গল দায়িণী। 'গজাদি', শব্দে গজ, সিংহ, হয় ও দ্বীপী বুঝাইয়া থাকে। রাজাদিগের হংসাদি চিহ্নযুক্ত যে পাতাকা, তাহাকে

অষ্টমঙ্গলা বলে। 'হংসাদি' শব্দে হংস, কেকী ও শুককে বুঝায়। চামরাদি চিহ্নযুক্ত যে পতাকা, তাহাকে সর্ব্ববুদ্ধিদা কহে।

এতদ্ব্যতীত সর্ব্বতোভদ্রা, শ্রেয়স্করী প্রভৃতি নামের পতাকা আছে। কৌলিক প্রথানুসারে অনেক বংশে নানাবিধ পতাকা ধারণ দৃষ্টান্তও বিরল নহে। এ স্থলে তাহার সম্যক আলোচনা করিতে যাওয়া অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন।

ত্রিপুরার রাজকীয় ধ্বজ বা পতাকার বিষয় আলোচনা করাই এ স্থলে মুখ্য উদ্দেশ্য। সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিলে পরিলক্ষিত হইবে, ত্রিপুর রাজ্যে সপতাক ও নিষ্পতাক উভয়বিধ ধ্বজই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এই রাজ্যের রাজকীয় পতাকা সমূহের মধ্যে অধিকাংশই কৌলিক প্রথার উপর নির্ভর করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে। তন্মেধ্যে নিম্নলিখিত ধ্বজ বা পতাকাগুলির বিবরণ ও নাম উল্লেখযোগ্য।

১। চন্দ্রবাণ বা চন্দ্রধ্বজ।
২। সূর্য্যবাণ বা ত্রিশূলধ্বজ।
৩। মীন মানব (মাই মূরত)।
৪। শ্বেত-ছত্র।
৫। আরঙ্গী।
৬। তাম্বুলপত্র (পান)।
৭। হস্ত চিহ্ন (পাঞ্জা)।
৮। গাওল (শ্বেত পতাকা)।
৯। হনুমানধ্বজ (কপিধ্বজ)।

এই সকল পতাকার মধ্যে কোন্‌টী কি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার স্থূল বিবরণ এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। চন্দ্রবাণ বা চন্দ্রধ্বজ

ইহা রৌপ্য নির্ম্মিত অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি পতাকা দীর্ঘ রৌপ্য উপর অবস্থিত। ত্রিপুর রাজবংশ চন্দ্র হইতে সমুদ্ভূত, চন্দ্রবংশের নিদর্শন স্বরূপ স্মরণাতীত কাল হইতে ভূপতিগণ এই ধ্বজ ধারণ করিয়া আসিতেছেন। যে সম্প্রদায়ের লোক এই চিহ্ন ধারণ করে, তাহাদের উপাধি 'ছত্রতুইয়া"। ইহা দরবারে এবং অভিযানকালে রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে ধারণ করা হয়।

২। সূর্য্যবাণ বা ত্রিশূলধ্বজ

ইহা সুবর্ণ নির্ম্মিত ত্রিশূলাকার ধ্বজ। এই ধ্বজের রৌপ্য নির্ম্মিত। এই চিহ্নের মূলে একটি ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত রহিয়াছে। ভারত সম্রাট যযাতির তৃতীয় নন্দন দ্রুহ্য হইতে গণনায় অধস্তন ৩৯শ স্থানীয় মহারাজ ত্রিপুর, প্রজাপীড়ক ও বিবিধ দুষ্কর্ম্মান্বিত ছিলেন। তৎকর্তৃক উপদ্রুত প্রকৃতিপুঞ্জের আর্ত্তনাদে ব্যাথিত হৃদয় শূলপাণি কোপাবিষ্ট হইয়া ত্রিপুরের বিনাশ সাধন করেন। * রাজমহিষী হীরাবতী সন্তান সম্ভাবিতা ছিলেন, তিনি পুত্র কামনায় ভূতভাবন ভবানীপতির আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার উগ্রতপস্যার ফলে, এবং প্রজাবর্গের ভক্তিপূর্ণ অর্চ্চনায় পরিতুষ্ট হইয়া আশুতোষ প্রত্যাদেশ করিলেন,—

"তোমা সবে দিব আমি এক মহারাজা।
আমার তনয় হৈয়া পালিবেক প্রজা।।

* মতান্তরে, মহারাজ ত্রিপুরের অনাচারে উত্যক্ত প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকে বধ করিয়া, মহাদেব কর্ত্তৃক রাজা নিহত হইয়াছেন বলিয়া প্রচার করিয়াছিল।

আমার সমান আকৃতি প্রকৃতি।
চন্দ্রবংশ খ্যাতি হবে শাসিবেক ক্ষিতি।

* * * *

তিন্ন চক্ষু হইবেক পুরষ প্রধান।
আমার তনয় তোমা হেন কর জ্ঞান।
সুবড়াই রাজা বলি স্বদেশে বলিব।
বেদমার্গী সাধুজন ত্রিলোচন কহিব।।"

রাজমালা—ত্রিপুর খণ্ড।

মহাদেব আরও বলিলেন,—

"দুই ধ্বজ করিবা যে তার আগে চিহ্ন।
চন্দ্রবংশ চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ ভিন্ন।"

রাজমালা—ত্রিপুর খণ্ড।

ইহা গেল বাঙ্গাল রাজমালার কথা। সংস্কৃত রামজালায় উক্ত ধ্বজদ্বয় সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"ত্রিলোচনেতি ধর্ম্মজ্ঞঃ শিব ভক্তি পরায়ণ।
শিবাংশজাতো নৃপতিশ্চন্দ্র ধ্বজোহভবৎ।।"

শিবের কৃপাসঞ্জাত ত্রিলোচনকে প্রকৃতিপুঞ্জ শিবাংজাত বা শিবের পুত্র বলিয়া ঘোষণা করিল। তিনি চন্দ্রবংশ সম্ভুত বলিয়া চন্দ্রধ্বজ ও শিবাংজাত বলিয়া ত্রিশূলধ্বজ ধারণ করিলেন। এ বিষয় বঙ্গাভাষায় রচিত রাজমালা গন্থেও উক্ত হইয়াছে ; তাহাতে পাওয়া যায়,—

"শিব আজ্ঞা অনুসারে দ্বিধ্বজ করিল।।
চন্দ্রের বংশেতে জন্ম চন্দ্রের নিশান।

শিবঘরে ত্রিলোচন ত্রিশূলধ্বজ তান।।
সেই হেতু ত্রিপুর রাজার হয় দুই ধ্বজ।"
রাজমালা—ত্রিলোচন খণ্ড।

এই দুটি ধ্বজ ত্রিপুর রাজবংশের প্রধান রাজ-লাঞ্ছনা বলিয়া পরিগণিত। মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহ-যাত্রাকালে এতদুভয় চিহ্ন সর্ব্বগ্রে থাকিবার নিদর্শন পাওয়া যায় ; —

"চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ অগ্রেতে নিশানা।
সঙ্গে যত লোক চলে নাহিক গণনা।।"
রাজমালা—ত্রিলোচন খণ্ড।

মহারাজ ত্রিলোচনের সময়াবধি রাজ্যাভিষেক কালে, দরবার গৃহে, অভিযানকালে এবং সর্ব্ববিধ রাজকার্য্যে ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দ পূর্বোক্ত ধ্বজদ্বয়, ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। চন্দ্রধ্বজের ন্যায় ত্রিশূলধ্বজও 'ছত্রতুইয়া' সম্প্রদায়ের রাজভৃত্য কর্ত্তৃক রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে।

ত্রিপুর বাহিনী উক্ত ধ্বজদ্বয় ধারণ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অনেক রাজ্য জয় করিবার নিদর্শন ইতিহাসে পাওয়া যায়। রাঙ্গামাটি প্রদেশের অধিপতি লিকা জাতীয় রাজার বিরুদ্ধে মহারাজ যুঝার ফার যুদ্ধ যাত্রাকালে দেখা গিয়াছে,—

"আদৌ বিনির্গতস্তস্যে চন্দ্রাঙ্কিত মহাধ্বজঃ।
তৎপশ্চান্নির্গতস্তস্য ত্রিশূলাকারক ধ্বজঃ।।"
—সংস্কৃত রাজমালা।

মহারাজ ত্রিলোচন ভারত সম্রাট যুধিষ্ঠির সমসাময়িক রাজা। মহারাজ ত্রিপুর দ্বাপরের শেষভাগে নিহত হইবার পর, কলিযুগের

প্রারম্ভে ত্রিলোচন সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। মহাদেব, ত্রিলোচনের সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"কলিযুগে আরম্ভে হইবে শ্রেষ্ঠ রাজা।
তার সেবা করিবেক যত সব প্রজা।।"

রাজমালা—ত্রিপুর খণ্ড।

এই বাক্যদ্বারাও মহারাজ ত্রিলোচন কলিযুগের প্রবর্ত্তনাকালে রাজা বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার রাজত্বকালে প্রবর্ত্তিত চন্দ্রধ্বজ ও ত্রিশূল ধ্বজের প্রাচীনত্ব পঞ্চ সহস্র বৎসরের অধিক নির্ণীত হইতেছে।

প্রাচীনকালে ধ্বজকে 'বাণা' বলা হইত। এই 'বাণা' শব্দ হইতে 'চন্দ্রবাণ', ও 'ত্রিশূলবাণ' ইত্যাদি বলা হয়। ত্রিপুর ইতিহাসে 'বাণা' শব্দের ব্যবহার দুষ্প্রাপ্য নহে, তাহার দুইটি দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা যাইতেছে,—

"দেখ বহু সৈন্য সঙ্গে শ্বেত রক্ত বাণ।
যুদ্ধ সজ্জে গতি যেন আগেতে নিশান।"

কৃষ্ণমালা।

"চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ চলিছে আগে বাণা
শ্বেতছত্র আরঙ্গি গাওল যেবা সোণা।"

প্রাচীন রাজমালা।

এরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে, অধিক সংগ্রহ করা নিষ্প্রয়োজন।

৩। মীন-মানব (মাই মুরত)

ইহা ত্রিপুরার অন্যতম রাজকীয় পতাকা। ইহাকে সাধারণতঃ 'মাই মূরত' বলা হয়। মাই—মৎস্য, এবং মূরত—মূর্ত্তি বা মানব। এই পতাকার উর্দ্ধভাগ (কটিদেশ পর্য্যন্ত) নারী মূর্ত্তি, এবং কটির নিম্নভাগ মীনাকৃতি। মানবাংশ সুবর্ণ ও মীনাংশ রজত নির্ম্মিত ; ইহাও রৌপ্য দণ্ডের উপর স্থাপিত।

মোগল শাসন কালে তাঁহাদের মধ্যেও এই পতাকা ব্যবহৃত হইত ; 'সয়ের-উল্-মুতাক্‌খরিন' এ ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। মুসলমানগণ এতজ্জাতীয় পতাকাকে 'মাহী মারিতিব্' বলিতেন। অন্য কোন কোন জাতির মধ্যেও এই পতাকা ব্যবহারের নিদর্শন বিরল নহে। তাঁহাদের মধ্যে ইহা বিশেষ সম্মানের নিদর্শন স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

ত্রিপুর রাজ্যে এই চিহ্ন জলদেবীর (গঙ্গার) প্রতিমূর্ত্তিরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত একটি পতাকা সমন্বিত। প্রকৃতি পুঞ্জের নিকট রাজধর্ম্মের পবিত্রতাময়ী ঘোষণা করাই এই পবির্তময়ী গঙ্গামূর্ত্তি পতাকাস্বরূপ ধারণের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই পতাকা 'ছত্রতুইয়া' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক রাজ্যেশ্বরের দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃত হয়।

রাজমালায় এই পতাকার নামোল্লেখ না হইয়া থাকিলেও যে ত্রিপুরেশ্বরগণ সুপ্রাচীনকাল হইতে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ আছে। এই পতাকা সম্বন্ধে সার রোপার লেথ্ ব্রীজ সাহেব (Sir Roper Lethbridge) স্বরচিত "The Golden Book of India" গ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন,

রাজপুতানার রাজন্যবর্গের মধ্যে ইহার ব্যবহার ছিল। ত্রিপুর ভূপতিবৃন্দের ইহা পুরুষানুক্রমিক পতাকা বলিয়াও তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

রাজপুতগণের ব্যবহৃত বর্ণণ স্থলে লেথব্রীজ সাহেব শিশুমারের উল্লেখ করিয়াছেন। ত্রিপুরার পতাকায় যে মৎস্য চিহ্ন সংযোজিত হইয়াছে, তাহা শিশু মৎস্য বাচক নহে—মকর বাচক। মকর গঙ্গার বাহন। মকর, মীন বা মৎস্য সংজ্ঞক, একথার প্রমাণ অনেক আছে। প্রদ্যুম্নের মকর-ধ্বজকে 'মীন কেতন' বলা হয়। এই ধ্বজ ধারণের নিমিত্ত কামদেবের এক নাম 'মীন কেতন' হইয়াছে। গঙ্গার সহিত মীনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, নারী মূর্ত্তির (গঙ্গা মূর্ত্তির) নিম্নভাগে মীনাকৃতি সংযোজিত হইয়াছে।

এই মূর্ত্তির দক্ষিণ হস্ত পবিত্রতার ধ্বজ সমন্বিত, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাম হস্তে একটি পদ্ম শোভা পাইতেছে। গঙ্গাদেবীর ধ্যানে তাঁহাকে 'কমল-করধৃতা' বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এতদ্বারাও এই চিহ্ন গঙ্গাদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া গৃহীত হইবার পরিচয় পাওয়া যায়।

৪। শ্বেত-ছত্র

ইহা ত্রিপুরেশ্বরগণের কুল ক্রমাগত ব্যবহৃত একটি চিহ্ন। এই বস্তুটি আতপত্র হইলেও প্রকৃত পক্ষে আতপ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়না, রাজ-চিহ্ন স্বরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। শ্বেতছত্র, চন্দ্রবংশীয় নৃপতি ও প্রধান ব্যক্তিবৃন্দের একটি বিশেষ চিহ্ন। উত্তর গো-গৃহ সমরে সমবেত কৌরব বাহিনীর সম্মুখীন হইয়া বৃহন্নলারূপী অর্জ্জুন, উত্তরকে বলিয়াছিলেন—

"যসৈতেৎ পাণ্ডুরং ছত্রং বিমলং মূর্দ্ধি তিষ্ঠতি।

* * * *

এষ শান্তনবো ভীষ্মঃ সর্ব্বেষাং নং পিতামহঃ।
রাজাশ্রিয়াভিবৃদ্ধশ্চ সুযোধন বশানুগঃ।।

মহাভারত—বিরাট পর্ব্ব, ৫৫ অঃ, ৫৫—৫৯ শ্লোক।

মর্ম্ম—যাহার মস্তকে পাণ্ডুরবর্ণ (শ্বেত বর্ণ) সুবিমল ছত্র শোভা পাইতেছে, তিনি আমাদের পিতামহ শান্তনু নন্দন ভীষ্ম।

ভীষ্মের ন্যায় প্রবীণ ক্ষত্রিয় বীর, যুদ্ধক্ষেত্রে রৌদ্র নিবারণের নিমিত্ত শ্বেতছত্র ধারণ করেন নাই, ইহা অতি সহজ বোধ্য। সম্মানের চিহ্ন স্বরূপই ইহা ধৃত হইয়াছিল। মহাভারতের অন্যত্র পাওয়া যাইতেছে, দুর্যোধনের বিপুল বাহিনী নগর গমনকালে—

"শ্বেতচ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চামরৈশ্চ সুপাণ্ডুরৈঃ।
রথৈর্ণাগৈঃ পদাতৈশ্চ সুশুভেহতীব সঙ্কুলা।।"

মহাভারত, বনপর্ব—২৫১ অঃ, ৪৭ শ্লোক।

মর্ম্ম—শ্বেচছত্র, শ্বেত পাতাকা, ও শ্বেত চামরে শারদীয় সুবিমল নভোমণ্ডলের ন্যায়, সৈন্যমণ্ডলী সুশোভিত হইয়া উঠিল।
কবি শ্রীহর্ষ বলিয়াছেন,—

"নলঃ সিতচ্ছত্রিত কীর্ত্তি-মণ্ডলঃ
স রাশি বাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ।

নৈষধিয় চরিতম্—১ম সঃ, ১ম শ্লোকার্দ্ধ।

মহারাজ নলের মস্তকে ধৃত শুভ্র আতপত্রকে তাঁহার সুবিমল কীর্ত্তি-মণ্ডল রূপে কবি বর্ণনা করিয়াছেন।

উদ্ধৃত শ্লোকসমূহ আলোচনায় জানা যাইতেছে, চন্দ্রবংশীয় ভূপতি ও প্রধান ব্যক্তিগণ স্মরণাতীত কাল হইতে শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করিয়া আসিতেছেন। ত্রিপুর নৃপতিবৃন্দও চন্দ্রবংশের নিদর্শন স্বরূপ কৌলিক প্রথানুসারে এই ছত্র ধারণ করিয়া থাকেন। দ্রুহ্যর অধস্তন ২৫শ স্থানীয় মহারাজ প্রতর্দ্দন কিরাতদেশ জয়কালে প্রাচীন রাজধানী (সুন্দরবন স্থিত ত্রিবেগ) হইতে শ্বেত ছত্র সঙ্গে নিয়াছিলেন ; ত্রিপুর ইতিহাসে ইহার নিদর্শন পাওয়া যায়, যথা—

"তত্রানিনায় পুরতো বিধুবংশ মৌলিঃ।
ছত্রং সিতং শশিনিভং পৃথু চামরঞ্চ।।"

রাজরত্নাকর—১২শ সঃ, ৭০ শ্লোক।

'ছত্রতুইয়া' সম্প্রদায় সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে এই চিহ্ন ধারণ করে। এতিদ্ভিন্ন চন্দ্রবংশীয় ভূপতিবৃন্দের ব্যবহার্য্য শ্বেত পতাকা ও শ্বেত চামর ত্রিপুরেশ্বরগণ আবহমানকাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। উদ্ধৃত শ্লোক আলোচনায় জানা যাইতেছে, মহারাজ প্রাতর্দ্দন প্রাচীন রাজধানী হইতে শ্বেতছত্রের সহিত শ্বেত চামরও সঙ্গে নিয়াছিলেন। শ্বেত পতাকার বিষয় পরা বলা হইবে।

৫। আরঙ্গী

ইহা শ্বেতবস্ত্র নির্ম্মিত ব্যজনী বিশেষ। প্রাচীন গ্রন্থনিচয়ে ইহাকে আতপত্র রূপে ব্যবহার করিবারও নিদর্শন পাওয়া যায়। ইহা প্রাচীনকাল হইতে ত্রিপুরায় রাজচিহ্ন বা রাজকীয় পতাকারূপেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে—ব্যজনী বা আতপত্র স্বরূপ ব্যবহার করা হয় না। মহারাজ ত্রিলোচনের বিবাহ যাত্রাকালে শ্বেতছত্রের

সহিত এই পতাকাও সঙ্গে নেওয়া হইয়াছিল ; রাজমালায় উক্ত অভিযানের বর্ণন উপলক্ষে বলা হইয়াছে,—

"নবদণ্ড শ্বেতছত্র আরঙ্গী গাওল।
পাত্র মিত্র সঙ্গে গেল আনন্দ বহুল।।"

রাজমালা—ত্রিলোচন খণ্ড।

রাজ্যাভিষেক, দরবার ও অভিযানকালে 'ছত্র তুইয়া' সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই পতাকা ত্রিপুর-নৃপালের দক্ষিণ পার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে। ইহা বৃহৎ রৌপ্যদণ্ডের উপর সংস্থাপিত।

৬। তাম্বুল-পত্র (পান)

এই চিহ্ন রৌপ্য নির্ম্মিত, এবং দীর্ঘ রৌপ্য দণ্ডে অবস্থিত। 'বাছাল' সম্প্রদায়ের লোক এই চিহ্ন ধারণের অধিকার পাইয়াছে ; ইহা নৃপতির বাম পার্শ্বে ধারণা করা হয়।

হিন্দুগণ শান্তি ও মঙ্গলের চিহ্ন স্বরূপ তাম্বুল ব্যবহার করিয়া থাকেন। রাজা, প্রকৃতি পুঞ্জের শান্তি ও মঙ্গল দাতা। ত্রিপুর ভূপতি, এই অবশ্য পালনীয় রাজধর্ম্ম প্রতিপালনার্থ সতত তৎপর, উক্ত চিহ্ন ধারণ করিয়া তাহাই সকলকে জানাইতেছেন।

৭। হস্ত-চিহ্ন (পাঞ্জা)

এই ধ্বজও রৌপ্য নির্ম্মত এবং রৌপ্য দণ্ডের উপর অবস্থিত। বাছাল সম্প্রাদয়ের লোক কর্তৃক ইহা নৃপতির বামপার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে।

জগন্মাতা আদ্যাশক্তির 'অভয়মুদ্রা' হইতে এই চিহ্ন গৃহীত

হইয়াছে। রাজশক্তি প্রকৃতিপুঞ্জের এক মাত্র আশ্রয় স্থল, রাজা সর্ব্বদা তাহাদিগকে অভয় দানে তৎপর, এই ধ্বজ ধারণ করিয়া সাধারণকে তাহাই জ্ঞাপন করা হইতেছে।

মুসলমান শাসনকালে, এবং তৎপুর্ব্বেব হিন্দুরাজত্ব সময়েও এই চিহ্নের ব্যবহার ছিল। তাঁহারা ইহা আপন আপন কৌলিক প্রথানুসারে নানা অর্থে ব্যবহার করিতেন।

৮। গাওল (শ্বেত পতাকা)

ইহা শ্বেত বস্ত্রদ্বারা নির্ম্মিত বৃহদাকারের দুইটি পতাকা। রাজার দরবারে উপবেশন কালে এই পতাকাদ্বয় রাজ-প্রাসাদের রাজ-প্রাসাদের দ্বারের দুই পার্শ্বে ধৃত হইয়া থাকে। নৃপতির অভিযান কালে ইহা সর্ব্বাগ্রে চালিত হয়, এবং দেবার্চ্চনা কালে দেবালয়ের দ্বারদেশে এই পতাকাদ্বয় ধারণ করা হয়।

শ্বেত ছত্রের ন্যায় শ্বেত পতাকাও চন্দ্রবংশীয় ভুপতিবৃন্দের অবশ্য ব্যবহার্য্য। পূর্ব্বে যে মহাভারতের শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আলোচনায় জানা যাইবে, শ্বেতছত্র, শ্বেত পাতাকা ও শ্বেত চামর চন্দ্রবংশীয় রাজন্যবর্গের বাহিনী মধ্যে ব্যবহৃত হইত। চন্দ্রবংশের প্রথানুসারে ত্রিপুরেশ্বরগণ প্রাচীন কাল হইতে ইহা ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ত্রিলোচনের বিবাহোপলক্ষে অভিযান কালে গাওল ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়,—

"নবদণ্ড শ্বেতছত্র আরঙ্গী গাওল।
পাত্র মিত্র সঙ্গে গেল আনন্দ বহুল।।"

প্রাচীন রাজমালায় লিখিত আছে,—

"চন্দ্রধ্বজ ত্রিশূলধ্বজ চলিছে আগে বাণা।
শ্বেতছত্র আরঙ্গী গাওল যে বা সোণা।।"

এই বাক্য আলোচনায় পাওয়া যাইতেছে, গাওল সুবর্ণমণ্ডিত শ্বেত পতাকা। বর্ত্তমান কালে যে গাওল ব্যবহৃত হইতেছে তাহার পার্শ্বগুলি সোণার বাদলায় মোড়ান থাকে, এতদ্বারা উদ্ধৃত বাক্য সমর্থিত হইতেছে।

৯। হনুমান-ধ্বজ

ইহা হনুমান লাঞ্ছিত রক্তবর্ণ পতাকা। এই পতাকাও চন্দ্র বংশের ব্যবহার্য্য। মহাভারতে পাওয়া যায়, অর্জ্জুনের রথ কপিধ্বজ বিশিষ্ট ছিল।

ত্রিপুর রাজ্যে কপিধ্বজের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। এই পতাকা স্থায়ীভাবে আরোপিত রহিয়াছে, প্রতিদিন এই পতাকামূলে মহাবীরের অর্চ্চনা হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর নির্দিষ্ট পর্ব্বোপলক্ষে এই পতাকা ও ধ্বজ-দণ্ড পরিবর্ত্তিত হয়, তৎকালে ধ্বজের অর্চ্চনাদির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

রাজ-প্রাসাদের শীর্ষভাগে হনুমান ধ্বজ উড্ডয়ন করা হয়। ত্রিপুর বাহিনীর মধ্যেও এই পতাকা ব্যবহারের ব্যবস্থা রহিয়াছে।

সৈনিক বিভাগের পতাকা

পূর্ব্বে যে সকল পতাকার কথা বলা হইয়াছে, তৎসমুদয়

ত্রিপুরার রাজকীয় পতাকা। এতদ্ব্যতীত সৈনিক বিভাগে স্বতন্ত্র প্রকারের পতাকা ব্যবহার হইয়া থাকে। প্রাচীন কাল হইতে চতুরঙ্গ সেনাদলে চতুর্বিধ পতাকা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছি। রাজমালায় লিখিত আছে,—

"পতাকা অনেক শোভে প্রতি ফৌজে ফৌজে।
শুভ্রবর্ণ ঢালিতে রক্ত তীরন্দাজে।
কৃষ্ণবর্ণ হৈছে সব অগ্নি অস্ত্র বাণা।
হস্তীবর'পরে যত লোহার বীর বাণা।"

—প্রাচীন রাজমালা।

এই বাক্য আলোচনায় জানা যাইতেছে, খড়্গ চর্ম্মধারী সৈন্যদলের শুভ্র বর্ণ, তীরন্দাজ (ধনুর্ব্বাণ ধারী) দলের রক্ত বর্ণ এবং গোলন্দাজ (আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারকারী) দলের কৃষ্ণবর্ণ পতাকা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। লৌহ নির্ম্মিত বীর-বীণা (হনুমান ধ্বজ) গজারোহী সৈন্যদলের ব্যবহার্য্য।

ত্রিপুর রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব পলিটিক্যাল এজেণ্ট বোল্টন সাহেব (C. W. Bolton) অনেক কাল পূর্ব্বে ত্রিপুরার Coat of Arms -এর বিবরণ সংগ্রহ করেন, তিনিও উক্ত চিহ্ন সংযোজিত পতাকা চতুষ্টয় চতুরঙ্গ বাহিনীর ব্যবহার্য্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ত্রিপুরার পতাকা সম্বন্ধে বর্ত্তমান কালে এতদতিরিক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার উপায় নাই। এই বিবরণ লিপি উপলক্ষে, মান্যবর শ্রীযুক্ত দেওয়ান বিজয়কুমার সেন বাহাদুর, এম. এ. বি. এল্ ; এফ্, আর্, এস, এ (লণ্ডন) পররাষ্ট্র সচিব পদে নিয়োজিত থাকা

কালে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা, ভারতবর্ষ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মল্লিখিত 'ত্রিপুরার রাজচিহ্ন' শীর্ষক প্রবন্ধ এবং রাজমালা গ্রন্থ অবলম্বন করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত মহাভারত, যুক্তিকল্পতরু, সংস্কৃত রাজমালা, কৃষ্ণমালা ও রাজরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

---

(২১)

শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের

অভিভাষণ।

শুভ-জন্মতিথি — ২০শে ভাদ্র, ১৩৪১ ত্রিং।

সমবেত ভদ্রমণ্ডলী,

সকলেই জানেন যে, জাতীয় উন্নতির সহিত পাতাকার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য এই রাজ্যে কোন জাতীয় পতাকা প্রচলিত ছিল না, কেবল মাত্র রাজকীয় পতাকা ও বিভিন্ন সেনাদলের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পাতাকা ব্যবহৃত হইত, তাহা শ্রীযুত কালীপ্রসন্ন বিদ্যাভূষণ বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছেন।

অধুনা এই রাজ্যের জন্ম একটি জাতীয় পতাকার প্রয়োজনীয়তা সকলের মনে উদিত হইয়াছে। প্রজা সাধারণের এই আগ্রহ পূরণ করিবার মানসে এই নব-পতাকার উদ্ভাবনা।

নব জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে শাসনের শ্রীযুত দেওয়ান বাহাদুর যাহা বলিলেন, তাহা হইতে পতাকার বর্ণ সন্নিবেশের কারণ উপলব্ধি হইবে।

এই নব পাতাকা অদ্য হইতে ত্রিপুরবাসী সকলের জাতীয় পতাকা বলিয়া গণ্য হইবে এবং সকলেই ইহা সর্ব্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারিবে।

ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এই অভিনব জাতীয় পতাকা সর্ব্বদা জয়যুক্ত হউক।

এই সদয় আভিভাষণের পর শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুর দরবারে সমবেত ব্যাক্তিবর্গ সহ পতাকামূলে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।

এই সময় চর্তুদিক হইতে জাতীয় পতাকার ও শ্রীশ্রীযুত মহারাজ মাণিক্য বাহাদুরের মঙ্গলসূচক গভীর জয়-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। সৈনিকগণ সেলামী প্রদান এবং ব্যাণ্ডপার্টি জাতীয় সঙ্গীত বাদন দ্বারা পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

ত্রিপুরা রাজ্য

দরবার সম্বন্ধীয় আদেশ

(Sd.) B. B. K. Manikya.

27.1.45.

মেমো নং ৮২

যেহেতু দরবারে ব্যবহার যোগ্য পোষাক পরিচ্ছদাদির কোন প্রকার শৃঙ্খলা থাকা দৃষ্ট না হওয়ায়, আদেশ হইল যে

অতঃপর সাধারণ দরবারে ও বিশেষ দরবারে নিম্নলিখিতমতে পোষাক ব্যবহার করিতে হইবে।

সাধারণ দরবার পোষাক

১। রেশম অথবা যে কোন প্রকার উপযোগী কাল রং ব্যতীত কাপড়ের আচকান কিম্বা চাপকান। (হাটু হইতে ৬″ ছয় ইঞ্চি লম্বা হইলে ভাল হয়।)

২। পায়জামা (চুড়িদার)।

৩। সাদা অথবা কাল ভিন্ন অন্য যে কোন রং এর পাগড়া।

৪। তলোয়ার।

বিশেষ দরবার পোষাক

১। বেনারসা কিংখাপ বা তাস, ঢাকাই বুটীদার, রেশম বা সার্টিনের ব্রকেডের আচকান কিম্বা চাপকান কাল রং ব্যতীত (হাটু হইতে ৬" ছয় ইঞ্চি লম্বা হইবে)।

২। পায়জামা (চুড়িদার)।

৩। সাদা অথবা কাল ভিন্ন অন্য যে কোন রং এর পাগড়ী।

৪। তলোয়ার।

(Sd.) B." B. K. Manikya.
3. 2. 45.

মেমো নং ৮৪

যেহেতু প্রতি বর্ষে কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত দরবার অনুষ্ঠিত হওয়া ও তৎকালে চির প্রসিদ্ধ খান্দানের রীতি নীতি অক্ষুণ্ণ ভাবে প্রচলন থাকা আবশ্যক, অপিচ যেহেতু এ পক্ষের দরবার উপলক্ষে অধিকতর শৃঙ্খলা ও সুনিয়মে কার্য্যানুবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজন বিবেচিত হইতেছে।

অতএব এতদউদ্দেশ্যে আদেশ হইল যে অতঃপর নিম্নলিখিত কর্ম্মবিধি অনুসারে দরবার সমূহে যাবতীয় কর্ম্মাদি সুসম্পন্ন করিতে হইবে। ইতি সন ১৩৪৫ ত্রিং তারিখ ২রা জ্যৈষ্ঠ।

নববর্ষ দরবার

১লা বৈশাখ।

স্থান—অভিষেক মণ্ডপ।

১। প্রাতে ৮ আট ঘটিকার সময় **এ পক্ষ পার্শ্বন্যাল স্টাফ্‌সহ** মোটরে দেবদর্শনে নির্গত হইয়া শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র জিউ ও শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির দর্শন করতঃ রাজ প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। ঐ সময়ে দেবমন্দিরদ্বয়ে ভজন গীত হইতে থাকিবে।

২। ঐ সময়ে রাজ প্রাসাদে উপস্থিত শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ও কুমার বাহাদুর গণের যথাযথ আশীর্ব্বাদ ও অভিবাদন গ্রহণ নিমিত্ত এ পক্ষ রাজ প্রাসাদের মধ্য কক্ষে শুভগমন করিবেন।

৩। অতঃপর দরবার অনুষ্ঠান—

(ক) প্রাতে ৮ ঘটিকায় সময় অভিষেক মণ্ডপের উভয় পার্শ্বস্থ স্থানে (Wing) নিমন্ত্রিত দরবারীগণ উপস্থিত থাকিবেন।

(খ) চোপদারগণ এ পক্ষের মোটর হইতে অবতরণ স্থানে এবং রাজচিহ্নধারীগণ মধ্য বেদীর পশ্চাৎ ভাগে দণ্ডায়মান থাকিবে।

(গ) অভিষেক মণ্ডপের Wing এর ১০ ফিট সম্মুখে প্রতি পার্শ্বে। ৬ ছয়জন আশাবরদার ও ছয়জন ছোটাবরদার এবং অর্দ্ধ সংখ্যক বিনন্দীয়া ও ২ জন করিয়া বল্লমধারী পূর্ব্ব হইতেই উভয় পার্শ্বে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিভাবে দণ্ডায়মান থাকিবে।

(ঘ) রাজ প্রাসাদে উপস্থিত শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ও কুমার বাহাদুরগণ **এ পক্ষ** মণ্ডপে উপনীত হওয়ার ১০ মিনিট পূর্ব্বেই তথায় গমন পূর্ব্বক **এ পক্ষকে** অভ্যর্থনা করবার জন্য মণ্ডপ প্রবেশ

দ্বারে, বিভাগীয় ভারপ্রাপ্ত কার্য্যকারকগণ, খাস আদালতে বিচারকগণ ও মিছিলে যোগদানকারী অন্যান্য উচ্চ রাজ কর্ম্মচারী ও নির্দ্দিষ্ট বিশিষ্ট ঠাকুর লোক সহ তথায় উপস্থিত থাকিবেন। বডিগার্ডগণ ও তৎকালে তথায় উপস্থিত থাকিবে।

(ঙ) **এ পক্ষের** মোটর হইতে অবতরণ কালে সৈনিক ও পুলশিগণ মধ্য রাজ পথাভিমুখ হইয়া সেলামী দিবে এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় বাজাইবে। **এ পক্ষের** আগমণের সঙ্গে পতাকা উড্ডীন করা হইবে। জাতীয় সঙ্গীত বাজাইবার সময় সকলেই দণ্ডায়মান থাকিবে।

৪। অতঃপর নিম্নলিখিত ভাবে মিছিল করিয়া **এ পক্ষ** মণ্ডপাভিমুখে শুভগমন করিবেন। মিছিল রওয়ানা হইবার সময় চোপরাদারগণ ঘোষণা করিবে।

অর্ডারলী	**অর্ডারলী**
বডিগার্ড জমাদার	
বডিগার্ড	বডিগার্ড
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ
উজীর বাহাদুর	সুবা সাহেব
বিশিষ্ট ঠাকুর	বিশিষ্ট ঠাকুর
কুমারগণ	
মহারাজ কুমারগণ	
মিলিটারী সেক্রেটারী	প্রাইভেট সেক্রেটারী

এ. ডি. সি

এ পক্ষ

চামরধারী	চামরধারী
ঐ	ঐ
ময়ূরপুচ্ছধারী	ময়ূরপুচ্ছধারা,
ঐ	ঐ

কমাণ্ডেন্ট

চিফ্ সেক্রেটারী	রাজমন্ত্রী
দেওয়ান নিজতহবিল	চিফ জজ
জজ	জজ
ষ্টেট ফিজিসিয়ান	সিনিয়ার নায়ের দেওয়ান
নায়েব দেওয়ান	নায়েব দেওয়ান
ষ্টেট ইঞ্জিনিয়ার	পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট
বডিগার্ড	বডিগার্ড
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ

৫। মধ্য বেদীর নিম্ন ভাগে বডিগার্ডগণ তিন পার্শ্বে অর্থাৎ পশ্চাৎভাগ ব্যতীত দণ্ডায়মান হইবে। মিছিলে যোগদানকারী শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ও কুমার বাহাদুরগণ মধ্যে বেদীর দক্ষিণ পার্শে এবং অন্যান্য মিছিলের সহিত আগত দরবারীগণ বাম পার্শে দণ্ডায়মান থাকিবে।

৬। এ পক্ষ অভিষেক বেদীতে উপস্থিত হইবামাত্র চোপদারগণ ঘোষণা করিবে এবং এ পক্ষ আসন গ্রহণ করিলে পর ব্রাহ্মণগণ

স্বস্তি বচনে প্রসাদী মাল্য চন্দনে আর্শীবাদ করিবেন।

৭। অতঃপর মিলিটারী ও পুলিশ নিয়মানুসারে সেরিমোনিয়েল ড্রিল করিবে ও **এ পক্ষকে** সেলামী দিবে। ব্যাণ্ড ত্রিপুর জাতীয় সঙ্গীত বাদন করিবে। ৩ টা ফিউডিজয়ের অন্তে ১৩টা তোপধ্বনি হইবে।

৮। অনন্তর দরবারীগণ ও জন সাধারণ **এ পক্ষকে** যথাযোগ্য প্রণাম ও আর্শীর্ব্বাদ করিবে। তৎপর পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ক্রমানুযায়ী মিছিল সহ **এ পক্ষ** অভিষেক মণ্ডপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

৯। ইহা বিশেষ দরবার বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। অতএব বিশেষ দরবার পোষাক ও দরবার প্রদত্ত সম্মান সূচক চিহ্ন ও মেডেলাদি ব্যবহার করিতে হইবে।

১০। জাতীয় সঙ্গীত বাজাইবার সময় সকলেই দণ্ডায়মান থাকিবে।

শুভ-জন্মতিথি দরবার

ভাদ্র কৃষ্ণানবমী।

স্থান—উজ্জয়ন্ত গ্রাউণ্ড।

উজ্জয়ন্ত গ্রাউণ্ডের পশ্চিম পার্শ্বে প্রাসাদ প্রতোলীর সংলগ্ন পূর্বদিকে উত্তর দক্ষিণ ৩০০ ফিট দীর্ঘ ও পূর্ব্ব পশ্চিম ১০০ শত ফিট প্রস্থ স্থান দরবারের নিমিত্ত লাল শালু আচ্ছাদিত রজ্জুর দ্বারা বেষ্টন করিতে হইবে। উক্ত স্থানটা ১০০ শত ফিট দীর্ঘ ও ১০০

শত ফিট প্রস্থ একপ্রকার সম তিন ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। মধ্যবর্ত্তী বেস্টনের মধ্যস্থানে প্রাসাদ প্রতোলা হইতে ৭০ ফিট পূর্ব্বে এ পক্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট মঞ্চ থাকিবে এবং দুই পার্শ্বের বিভক্ত স্থানের মধ্য ভাগে প্রাসাদ প্রতোলী হইতে ২০ ফিট দূরে পূর্ব্বদিকে দুইটি সামিয়ানা স্থাপন করিতে হইবে। দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সামিয়ানা রাজ অন্তঃপুরের জন্য এবং উত্তর পার্শ্বস্থ সামিয়ানা দরবারাগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

প্রাসাদ প্রতোলী হইতে প্রবেশের জন্য উক্ত প্রতোলীর দিকে প্রত্যেক বিভক্ত স্থানের মধ্য ভাগে ১০ ফিট প্রস্থ এক একটা পথ থাকিবে।

এ পক্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট মঞ্চের সম্মুখে ও পূর্ব্বদিকে ঐরূপ একটি পথ থাকিবে। মঞ্চের দক্ষিণ দিকে ১৫ ফিট দূরে জাতীয় পতাকার জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিবে। বিনন্দিয়াগণ পূর্ব্বে বেষ্টন রজ্জুর পূর্ব্বভাগে সমান্তরালে দণ্ডায়মান থাকিবে।

প্রাসাদ প্রতোলী হইতে এ পক্ষের জন্য নির্দ্দিষ্ট মঞ্চ পর্য্যন্ত লাল বনাত আচ্ছাদিত পথের প্রতি পার্শ্বে ৬ জন আশাবরদার ৬ জন সোটাবরদার ও দুইজন বল্লমধারী উক্ত পথের দিকে সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে।

চোপদারগণ প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে সমভাগে উপস্থিত থাকিবে।

পূর্ব্বাহ্ন ৮-৩০ ঘটিকা।

১। মিলিটারী, পুলিশ ও দরবারীগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবেন। চোপদারগণ ও বর্ডিগার্ডগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিবে।

ত্রিপুরাধীশ্বর নিষম-সমর বিজয়ী মহামহোদয়—

পঞ্চ শ্রীমন্মহারাজ বীরবিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুরের

শুভ-জন্মতিথি বাসরে জাতীয় পতাকা প্রবর্ত্তন ও উত্তোলন

উপলক্ষিত দরবার।

রাজমালা আফিস

আগরতলা, ত্রিপুরারাজ্য।

ত্রিপুরার জাতীয় পতাকা

ও

রাজকীয় পতাকা

২০শে ভাদ্র—১৩৪১ ত্রিপুরাব্দে

৪। মিছিলে যোগদানকারী পার্শ্বন্যাল ষ্টাফ্ ও অন্যান্য রাজ কর্ম্মচারী মঞ্চের উপরে এ পক্ষের পশ্চাতে অবস্থান করিবেন।

৫। এ পক্ষ মঞ্চে উপনীত হইলে সমবেত সৈনিক ও পুলিশগণ সেলামী দিবে ও জাতীয় সঙ্গীত বাদন করিবে ও যাহার Command এ সৈনিকগণ পরিচালিত হইবে তিনি এ পক্ষে নিয়মানুসারে Report করিবেন। তদনন্তর রাজ মন্ত্রীর অনুরোধে এ পক্ষ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিবেন। এই সময় চোপদারগণ ঘোষণা করিবে, সৈনিক ও পুলিশগণ সেলামী দিবে এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত বাজাইবে। তদনন্তর মন্ত্রী বাহাদুর কর্ত্তৃক তিন বার জাতীয় পতাকার ও তিন বার এ পক্ষের জয়ধ্বনি হইবে। সমবেত দরবারীবৃন্দ, সৈনিক এবং পুলিশগণ ও জনসাধারণ তাঁহার সহিত জয়ধ্বনি করিবে।

৬। অতঃপর নিয়মানুসারে শুভ-জন্ম তিথি উপলক্ষে সৈনিকগণ ও পুলিশগণের কুচকাওয়াজ হইবে। তিনটি ফিউডিজয়ের অন্তরালের সময় এবং শেষ ফিউডিজয়ের অন্তে ১৩টী তোপধ্বনি হইবে।

৭। অতঃপর জেইল সুপারিণ্টডেন্ট নির্দিষ্ট কয়েদীগণকে এ পক্ষ সদনে উপস্থিত করিয়া তাহাদের মুক্তির আদেশ ঘোষণা করিবেন।

৮। তৎপর এ পক্ষ পূর্ব্ব শৃঙ্খলায় মিছিল সহ মঞ্চ পরিত্যাগ করিবেন, তৎসময় সৈনিক ও পুলিশগণ সেলামী দিবে ও ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত বাজাইবে।

৯। ইহা সাধারণ দরবার বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব ইহাতে সাধারণ দরবার পোষাক পরিধান করিতে হইবে কিন্তু দরবার প্রদত্ত সম্মান চিহ্ন ও মেডেলাদি ব্যবহার করিতে হইবে।

বিজয়া দশমী দরবার

শারদীয় পূজার দশমী দিবস।

স্থান—উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ।

সময়—সন্ধ্যা ৭টা হইতে ১০টা।

১। শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ও কুমার বাহাদুরগণ রাজ প্রাসাদে ড্রইংরুমে এ পক্ষকে যথাযোগ্য প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ করিবেন।

২। এ পক্ষ দরবার কক্ষে গমনের কিয়ৎকাল পূর্ব্বে শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ও কুমার মাহাদুরগণ তথায় গমন করিয়া নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিবেন। এ পক্ষ দরবার কক্ষে আগমনের অন্তত ১৫ মিনিট পূর্ব্বে দরবারিগণ দরবার গৃহে নির্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিবেন।

৩। এ পক্ষ দরবার গৃহে প্রবেশ কালীন নিম্নোক্তরূপ মিছিল হইবে।

বল্লমধারী	বল্লমধারী
ঐ	ঐ
আসাবরদার	আসাবরদার
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ

মিলিটারী ইণ্ডিয়ান অফিসার	মিলিটারী ইণ্ডিয়ান অফিসার
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ

বডিগার্ড জমাদার

বডিগার্ড	বডিগার্ড
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ

রাজমন্ত্রী

মিলিটারী সেক্রেটারী	মিলিটারী কমাণ্ডেন্ট
প্রাইভেট সেক্রেটারী	চিফ্ সেক্রেচারী
এ, ডি, সি	এ, ডি, সি

এ পক্ষ

চামরধারী	চামরধারী
ঐ	ঐ
ময়ূরপুচ্ছধারী	ময়ূরপুচ্ছধারী
ঐ	ঐ

এডিকং

অর্ডারলী	অর্ডারলী
বডিগার্ড	বডিগার্ড
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ

সোটাবরদার	সোটাবরদার
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ
ঐ	ঐ

৪। এ পক্ষ দরবার কক্ষে প্রবেশ করা মাত্র চোপদারগণ যথাস্থান হইতে ঘোষণা করিবে ও এ পক্ষকে অভ্যর্থনা করিবার নিমিত্ত দরবারিগণ দণ্ডায়মান হইবেন। এ পক্ষ আসন গ্রহণ করিলে পর উপস্থিত পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্রে স্বস্তি বচন উচ্চারণ করিবেন। তদন্তর মান্যবর চিফ্ সেক্রেটারী বাহাদুর দরবার আরম্ভের অনুমতি গ্রহণ করিবেন।

৫। এ পক্ষের পার্শ্বন্যাল ষ্টাফ্, শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ও কুমার বাহাদুরগণকে এবং মিছিলে যোগদানকারী মিলিটারী সুবেদার ও জমাদারগণ দরবারিগণকে যথারীতি পান ও আতর প্রদান করিবেন।

৬। অতঃপর উপাধি প্রদানের কার্য্য থাকিলে চিফ্ সেক্রেটারী এ পক্ষের অনুমতি গ্রহণে উপাধি বিতরণের ব্যবস্থা করিবেন।

৭। অতঃপর দরবারিগণ এ পক্ষকে যথারীতি প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ করিবেন। এই সময় শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ও কুমার বাহাদুরগণ স্ব স্ব আসনে অবস্থান করিবেন।

৮। তৎপর রাজপরিবার, পার্শ্বন্যাল স্টাফ্ ও অন্যান্য দরবারিগণ সমভিব্যাহারে এ পক্ষ সিংহাসনে কক্ষে গমন করিবেন এবং তথায় "প্রশস্তি বন্ধন' ক্রিয়া সমাপনান্তে শান্তি জল গ্রহণ করিবেন।

৯। অতঃপর রাজপরিবার, পার্শ্বন্যাল স্টাফ্ ও অন্যান্য দরবারীগণসহ এ পক্ষ গ্রাণ্ড ষ্টেয়ার কেসে গমন করতঃ সমবেত দজনসাধারণের অভিবাদন গ্রহণ করিবেন।

১০। তৎপর দরবার ভঙ্গ হইবে।

১১। দরবার ভঙ্গ হইলে পর নাচ গৃহে গমন করতঃ শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ কুমার ও কুমার বাহাদুরগণ এবং অপরাপর দরবারিগণ আমোদ প্রমোদে যোগদান করিবেন।

১২। ইহা বিশেষ দরবার বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব বিশেষ দরবার পোষাক ও দরবার প্রদত্ত সম্মানসূচক চিহ্ন ও মেডলাদি ব্যবহার করিতে হইবে।

গার্ডেন পার্টি

দীপন্বিতা রজনী।

সময়—অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা।

নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে নিমন্ত্রিত ভদ্র মহোদয়গণ যথা স্থানে উপস্থিত থাকিবেন।

এ পক্ষ গার্ডেন পার্টিতে উপস্থিত হইলে Band জাতীয় সঙ্গীত বাদন করিবে এবং সমবেত নিমন্ত্রিত ভদ্র মহোদয়গণ স্ব স্ব আসন হইতে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিবেন। গার্ডেন পার্টি শেষ হইলে পর আতস বাজী পোড়ান হইবে।

ইহা সাধারণ দরবার বলিয়া গণ্য হইবে। অতএব সাধারণ দরবার পোষাক পরিধান করিতে হইবে।

(Sd.) B. B. K. Manikya.

মেমো নং ৮৫

যেহেতু এ পক্ষের দরবার উপলক্ষে মিলিটারী কর্ম্মপদ্ধতি অধিকতর শৃঙ্খলার সহিত সুসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক,

অতএব আদেশ হইল যে, অতঃপর নিম্নলিখিত বিধান অনুসারে মিলিটারী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যাদি পরিচালিত হইবে। ইতি সন ১৩৪৫ ত্রিং ৫ই জৈষ্ঠ

নববর্ষ উপলক্ষে ত্রিপুর সৈন্য পরিচালন

প্রোগ্রেম।

স্থান—অভিষেক মণ্ডপ

১। রাজধানীস্থ যাবতীয় মিলিটারী, পুলিশ ও অন্যান্য ফোর্স সেলামীর অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে Inspection Line এ Review Order পোষাকে সমবেত হইবে।

২। ত্রিপুরা মিলিটারী ফোর্সের Retired অফিসারবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট (attached) অফিসাবর্গকে স্বীয় Review Order Dress-এ সেলামীর অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে উপরোক্ত স্থানে উপস্থিত থাকিতে হইবে।

৩। এ পক্ষ মোটর হইতে অবতরণ করা মাত্র Royal Salute দিবে এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে।

৪। বেদীতে এ পক্ষ আসন গ্রহণ করনান্তর ব্রাহ্মণগণের স্বস্তি বচনের পর যাহার Command এ সৈনিকগণ পরিচালিত হইবে তিনি এ পক্ষ সমীপে উপস্থিত সংখ্যা সম্বন্ধে রিপোর্ট দ্বারা গোচর

করিবেন এবং Feu-de-joie Fire এর ও Review Order March Past এর অনুমতি গ্রহণ করিবেন।

৫। Feu-de-joie :–

(ক) প্রথম Feu-de-joie Fire শেষ হইবা মাত্র চার বার তোপধ্বনি করিতে হইবে এবং তৎসহ মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত প্রথমাংশ (State National Anthem First Part) বাজাইবে।

(খ) দ্বিতী.বার Feu-de-joie Fire শেষ হইবা মাত্র চারবার তোপধ্বনি হইবে এবং তৎসহ মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত দ্বিতীয়াংশ বাজাইবে।

(গ) তৃতীয়বার Feu-de-joie এর পর পাঁচ বার তোপধ্বনি করিতে হইবে বং তৎসঙ্গে মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণাংশে (State National Anthem–Full Part) বাজাইবে।

৬। Review Order March Past–

Review Order March Past করিয়া হল্ট হইবামাত্র Royal Salute দিতে এবং তৎসঙ্গে মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে।

৭। এ পক্ষের জয়ধ্বনি।

৮। তদন্তর পেরেডে উপস্থিত অফিসারগণ এক সঙ্গে সমবেত হইয়া এ পক্ষে অভিবাদন জ্ঞাপন করিবে।

৯। যাবার Command এ সৈনিকগণ পরিচালিত হইবে তিনি এ পক্ষ সমাপে কার্য্য শেষ সম্পর্কে রিপোর্ট গোচর করিবেন।

১০। এ পক্ষ মোটরে আরোহণ করার পূর্ব্বে ত্রিপুরা ফোর্স Royal Salute দিবে এবং তৎসহ মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে।

১১। এ পক্ষ অভিষেক মণ্ডপ হইতে গমন করার পর সমগ্র ফোর্স শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র দেবতার মন্দিরাভিমুখে মার্চ্চ করিবে।

১২। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র দেবতার মন্দিরের সম্মুখে সমগ্র ফোর্স সমবেত হইয়া Royal Salute দিবে এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে। অতঃপর তিনবার জয়ধ্বনি করিবে।

১৩। ত্রিপুরা মিলিটারী ফোর্সের সমস্ত অফিসার ও রিটায়ার্ড অফিসারগণ নববর্ষের দরবারে স্বীয় স্বীয় ফোর্সের Review Order Dressএ উপস্থিত থাকিবে এবং অন্যান্য দরবারীদের সহিত এ পক্ষ সমীপে নববর্ষের অভিবাদন জ্ঞাপন করিবে।

এ পক্ষের শুভ-জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে ত্রিপুর সৈন্য পরিচালন প্রোগ্রেম।

স্থান—উজ্জয়ন্ত গ্রাইণ্ড।

১। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা নবমী তিথিতে রেভেলিয়ের (Reveille) পর সকাল ৭টা পর্য্যন্ত এ পক্ষের বয়ঃক্রম সংখ্যক তোপধ্বনি দ্বারা ঘোষণা।

২। রাজধানীর যাবতীয় মিলিটারী, পুলিশ ও অন্যান্য ফোর্স সেলামীর অর্দ্ধ ঘণ্টা পূর্ব্বে Inspection Line এ Review Order Dress এ সমবেত হইবে।

৩। ত্রিপুরা মিলিটারী ফোর্সের যাবতীয় Retired officers এবং সংশ্লিষ্ট (attached) অফিসারবর্গকে স্বীয় Review Order Dress এ সেলামীর অর্দ্ধঘণ্টা পূর্ব্বে উপরোক্ত স্থানে হাজির থাকিতে হইবে।

৪। এ পক্ষ মোটর হইতে অবতরণ করিয়া নির্দিষ্ট মঞ্চে শুভাগমন করা মাত্র সমগ্র ফোর্স Royal Salute দিবে এবং ত্রিপুরা মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত (State national Anthem) সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে।

৫। যাহার Command এ সৈনিক পরিচালিত হইবে তিনি এ পক্ষ সমীপে ফোর্সের হাজিরা সংখ্যা সম্বন্ধে রিপোর্ট গোচর করিবেন এবং Fen-de-joie Fire এবং March Past এর অনুমতি গ্রহণ করিবেন।

৬। জাতীয় পতাকা উত্তোলতি হওয়া মাত্র Royal Salute এবং ত্রিপুরা মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত (State Natioanl Anthem) সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে। মন্ত্রী বাহাদুর জাতীয় পতাকার ৩ বার ও এ পক্ষের ৩ বার জয়ধ্বনি করিবেন। সমবেত ফোর্স সমূহ তাঁহার সহিত জয়ধ্বনি করিবে।

৭। (ক) প্রথম ফিউ—ডি—জয় ফায়ার হওয়া মাত্রই ৪ বার তোপধ্বনি করিতে হইবে এবং ত্রিপুরা মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত প্রথমাংশ বাজাইবে (খ) দ্বিতীয় বার ফিউ—ডি জয় ফায়ার হওয়া মাত্রই ৪ বার তোপধ্বনি হইবে এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত দ্বিতীয়াংশ বাজাইবে।

(গ) তৃতীয় বার Feu-de-joie ফায়ার হওয়া মাত্রই ৫ বার তোপধ্বনি হইবে এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে।

৮। Close Column March Past.

৯। Returning Close Column March Past.

১০। Returning Close Column March Past শেষ হওয়া মাত্রই সমগ্র ফোর্স পুনঃ Inspection Line এ সমবেত হইবে।

১১। অতঃপর Review Order March Past করিবে।

১২। Review Order march Past করিয়া হল্ট হওয়া মাত্রই Royal Salute দিবে এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে।

১৩। তদনন্তর পেরেড উপস্থিত অফিসারগণ এক সঙ্গে সমবেত হইয়া এ পক্ষে অভিবাদন জ্ঞাপন করিবে।

১৪। তৎপর এ পক্ষ সদনে ফোর্স কমাণ্ডার কার্য্য শেষ সম্পর্কে রিপোর্ট গোচর করিবেন।

১৫। অনন্তর এ পক্ষ মঞ্চ পরিত্যাগ করিবার কালীন ত্রিপুরা ফোর্স Roayal Salute এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে।

১৬। এ পক্ষ মঞ্চ পরিত্যাগ করিবার পর সমগ্র ফোর্স শ্রীশ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র দেবতার মন্দিরাভিমুখে March করিবে।

১৭। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র দেবতার মন্দিরের সম্মুখে সমগ্র ফোর্স সমবেত হইয়া Royal Salute দিবে এবং মিলিটারী ব্যাণ্ড জাতীয় সঙ্গীত সম্পূর্ণাংশ বাজাইবে। অতঃপর জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইবে।

১৮। ত্রিপুরা মিলিটারী ফোর্সের অফিসার ও Retired অফিসারবর্গ শুভ-জন্মতিথি উৎসব উপলক্ষে দরবারে স্বীয় ফোর্সের Review Order Dressএ উপস্থিত থাকিবে।

১৯। ত্রিপুরা মিলিটারী ফোর্সে ও অন্যান্য ফোর্সের ব্যারাকে সন্ধ্যার সময়ে দ্বীপালী প্রজ্জ্বলতি করিবে।